বর্ষ-১ । সংখ্যা-৫ । চৈত্র-বৈশাখ ১৪৩১-১৪৩২ । এপ্রিল ২০২৫

বাংলাদেশ মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়
-এর
নিউজলেটার

এপ্রিল ২০২৫

বাংলাদেশ মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়

উপদেষ্টা সম্পাদক
অধ্যাপক ডা. মোঃ শাহিনুল আলম

প্রধান সম্পাদক
অধ্যাপক ডা. মোঃ মুজিবুর রহমান হাওলাদার

সম্পাদক
সহযোগী অধ্যাপক ডা. শেখ ফরহাদ

নির্বাহী সম্পাদক
সহযোগী অধ্যাপক ডা. সাইফুল আজম রঞ্জু
সহযোগী অধ্যাপক ডা. মোঃ রুহুল কুদ্দুস বিপ্লব

নিউজ - প্রশান্ত মজুমদার

আলোকচিত্র - আরিফ খান

ডিজাইন - /LipichitroBD

প্রকাশক - অধ্যাপক ডা. মোঃ নজরুল ইসলাম, রেজিস্ট্রার, বিএমইউ কর্তৃক প্রকাশিত, জনসংযোগ শাখা কর্তৃক প্রচারিত। প্রকাশকালঃ মে-২০২৫।

সূচিপত্র

০৪
নানা আয়োজন ও বিভিন্ন কর্মসূচী পালনের মধ্য দিয়ে ২৮তম বাংলাদেশ মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় দিবস ২০২৫ উদযাপিত

০৬
চীন-বাংলাদেশের মধ্যে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে নতুন অধ্যায় শুরু

০৮
বাংলাদেশে উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে জোরালো পদক্ষেপ: সরকার, বিশেষজ্ঞ ও স্টেকহোল্ডারদের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা

১০
বিএমইউতে বিশ্ব ইন্টেলেকচুয়াল প্রোপার্টি দিবস ২০২৫ উদযাপিত

১১
বিএমইউতে ইপনা এর বোর্ড অফ গভর্নরস এর সভা অনুষ্ঠিত

১৩
চিকিৎসক সপ্তাহ ২০২৫ উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

১৫
বিএমইউতে "ডেন্টাল পাল্প টিস্যু: রিজেনারেটিভ মেডিসিনের নতুন আশা" শীর্ষক সেন্ট্রাল সেমিনার অনুষ্ঠিত

১৭
বিএমইউ'র সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতালে আইসিইউ ইউনিট চালু

১৯
বাংলাদেশ সোসাইটি অফ রেডিওলজি এন্ড ইমেজিং (বিএসআরআই) এর উদ্যোগে সিএমই প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত

২১
বিএমইউতে ইউনান-বাংলাদেশ শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা সহযোগিতামূলক প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত

২৫
বিএমইউতে বিশ্ব হিমোফিলিয়া দিবস ২০২৫ উদযাপিত

২৮
আন্তর্জাতিক সম্মানজনক পুরস্কারে ভূষিত হলেন বিএমইউ'র তিন চিকিৎসক

২৯
বিএমইউ'র উদ্যোগে ফিলিস্তিনের জনগণের উপর ইসরাইলের বর্বর হামলা ও গণহত্যার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল ও গায়েবানা জানাজা অনুষ্ঠিত

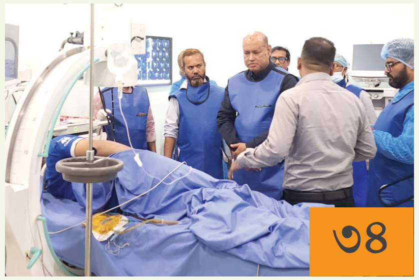
৩৪
বিএমইউ সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতালে লিভার রোগীদের আউটডোর ও ইনডোর (রোগী ভর্তি কার্যক্রম) চিকিৎসাসেবা চালু

নানা আয়োজন ও বিভিন্ন কর্মসূচী পালনের মধ্য দিয়ে ২৮তম বাংলাদেশ মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় দিবস ২০২৫ উদযাপিত

গবেষণার জন্য শুধু গবেষণা নয়; গবেষণা হবে
জনকল্যাণ ও উদ্ভাবনমূলক।
-অধ্যাপক ডা. মোঃ সায়েদুর রহমান

র‍্যালি, আলোচনা সভা, গবেষণা মঞ্জুরী প্রদান ও রোগীদের উন্নতমানের খাবার পরিবেশনের মাধ্যমে ২৮তম বাংলাদেশ মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় (বিএম- ইউ) দিবস ২০২৫ উদযাপিত হয়েছে। কর্মসূচীর মধ্যে ছিল জাতীয় পতাকা, বেলুন ও পায়রা উড়ানো, বর্ণাঢ্য র‍্যালি, গবেষণা মঞ্জুরী প্রদান, পূবালী ব্যাংকের সৌজন্যে প্রাপ্ত ২টি নতুন স্টাফ বাস উদ্বোধন, আলোচনা সভা, প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শনী বা পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন, সাধারণ রোগী ও কেবিন ব্লকে চিকিৎসাধীন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র জনতার গণঅভ্যুত্থানে আহতদের মধ্যে উন্নতমানের খাবার পরিবেশন, বাদ জোহর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদে দেশ, জাতি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অগ্রগতি কামনায় দোয়া মোনাজাত।

২৮তম বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল থিম হলো ইনোভেট-এডুকেট-এলিভেট ড্রিমস টু দ্যা রিয়েলিটি (Innovate -Educate- Elevate Dreams to the Reality)।

২৮তম বাংলাদেশ মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় দিবস ২০২৫ এর বিশেষত্ব হলো এ বছর এই দিবস উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, চিকিৎসক, রেসিডেন্ট শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা, নার্স, মেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট ও কর্মচারীবৃন্দ তাদের জন্য আপ্যায়ন বাবদ বরাদ্দকৃত অর্থ সাধারণ রোগী ও জুলাই গণঅভ্যুত্থানে আহতদের জন্য উৎসর্গ করেছেন। এই অর্থ দিয়ে জুলাই গণঅভ্যুত্থানে আহত রোগী যারা বিএমইউতে চিকিৎসাধীন রয়েছেন এবং সাধারণ রোগীদের জন্য ২৮তম বিশ্ববিদ্যালয় দিবসে উন্নতমানের খাবার পরিবেশন করা হয়। গুরুত্বপূর্ণ এই দিবস উপলক্ষে সকালে বি ব্লকের সামনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, বেলুন ও পায়রা উড়ানোর পর বর্ণাঢ্য র‍্যালির শুভ উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর অধ্যাপক ডা. মোঃ শাহিনুল আলম। র‍্যালিটি বি ব্লক থেকে বের হয়ে সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতাল হয়ে সি ব্লকের সামনে এসে শেষ হয়। এরপর শহীদ ডা. মিল্টন হলে গবেষণা মঞ্জুরী প্রদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-রেজিস্ট্রার ডা. একেএম কবির আহমেদ রিয়াজ এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর অধ্যাপক ডা. মোঃ শাহিনুল আলম, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. মোঃ আবুল কালাম আজাদ, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মোঃ মুজিবুর রহমান হাওলাদার, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. নাহরীন আখতার প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। ৫৬ জন শিক্ষক চিকিৎসকের মাঝে গবেষণা অনুদান প্রদান করা হয়।

দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের এ ব্লকের অডিটোরিয়ামে ইনোভেট-এডুকেট-এলিভেট ড্রিমস টু দ্যা রিয়েলিটি (Innovate- Educate-Elevate Dreams to the Reality) ও বিপ্লবোত্তর বাংলাদেশ মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়: প্রত্যাশা বনাম অগ্রগতি বিষয়ক এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী (প্রতিমন্ত্রী পদমর্যাদা) অধ্যাপক ডা. মোঃ সায়েদুর রহমান। সভাপতিত্ব করেন মাননীয় ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক ডা. মোঃ শাহিনুল আলম। দিবসের বিষয়ে মূল থিম ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম বিষয়ে বিস্তারিত তুলে ধরেন সম্মানিত প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. মোঃ আবুল কালাম আজাদ।

বিএমইউ'র রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ডা. মোঃ নজরুল ইসলাম এর সঞ্চালনায় সম্মানিত প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মোঃ মুজিবুর রহমান হাওলাদার, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. নাহরীন আখতার প্রমুখসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিনবৃন্দ বক্তব্য রাখেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী (প্রতিমন্ত্রী পদমর্যাদা) অধ্যাপক ডা. মোঃ সায়েদুর রহমান বলেন, ২৮তম বিশ্ববিদ্যালয় দিবসের থিম ইনোভেট-এডুকেট-এলিভেট ড্রিমস টু দ্যা রিয়েলিটি অত্যন্ত সময় উপযোগী হয়েছে। ইনোভেট শব্দটি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। গবেষণার জন্য শুধু গবেষণা নয়, গবেষণা হবে জনকল্যাণ ও উদ্ভাবনমূলক। নিত্যনতুন জ্ঞানের সৃষ্টি, ওষুধ আবিষ্কার, ভ্যাকসিন আবিষ্কারে অবদান রাখতে হবে। উচ্চতর চিকিৎসা শিক্ষাসহ

বক্তব্য রাখছেন- মাননীয় উপাচার্য
অধ্যাপক ডা. মোঃ শাহিনুল আলম

বক্তব্য রাখছেন- উপ-উপাচার্য (প্রশাসন)
অধ্যাপক ডা. মোঃ আবুল কালাম আজাদ

বক্তব্য রাখছেন- উপ-উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন)
অধ্যাপক ডা. মোঃ মুজিবুর রহমান হাওলাদার

বক্তব্য রাখছেন- কোষাধ্যক্ষ
অধ্যাপক ডা. নাহরীন আখতার

বক্তব্য রাখছেন- রেজিস্ট্রার
অধ্যাপক ডা. মোঃ নজরুল ইসলাম

বক্তব্য রাখছেন- প্রক্টর
সহযোগী অধ্যাপক ডা. শেখ ফরহাদ

গবেষণা অনুদানের চেক প্রদান করছেন মাননীয় উপাচার্য
অধ্যাপক ডা. মোঃ শাহিনুল আলম

বিভিন্ন বিভাগের চেয়ারম্যানবৃন্দ, অফিস প্রধানগণ,
চিকিৎসক, রেসিডেন্ট শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা, নার্স ও কর্মচারীবৃন্দ

পূবালী ব্যাংকের সৌজন্যে প্রাপ্ত
২টি নতুন স্টাফ বাস উদ্বোধন

স্বাস্থ্যখাতে সঠিক নীতি নির্ধারণে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দিতে বিএমইউকে মূল ভূমিকা রাখতে হবে, যা কেবল গবেষণার মাধ্যমেই সম্ভব। বাংলাদেশ মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়কে স্বাস্থ্যখাতে দক্ষ ও বিশেষজ্ঞ জনবল তৈরিতে নেতৃত্ব দিতে হবে। মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা, গবেষণা, চিকিৎসাসেবার উন্নয়ন ও মান বৃদ্ধির বিষয়ে তার বিজ্ঞ মতামত তুলে ধরেন। তিনি তার বক্তব্যে ডিজিটালাইজেশন, ই লগ বুক চালু, টেলিমেডিসিন চালু, বিশেষজ্ঞ নার্স তৈরিসহ বিভিন্ন বিষয়ের উপর গুরুত্বারোপ করেন।

সভাপতির বক্তব্যে মাননীয় ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক ডা. মোঃ শাহিনুল আলম বলেন, বিপ্লবোত্তর চেতনাকে ধারণ করে বাংলাদেশের মানুষ ও রোগীদের প্রত্যাশা অনুযায়ী বাংলাদেশ মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়কে উচ্চতর চিকিৎসা শিক্ষা, মানসম্মত চিকিৎসাসেবা ও উদ্ভাবনমূলক গবেষণায় অনন্য উচ্চতায় প্রতিষ্ঠিত করা হবে। সময়ে চাহিদা অনুযায়ী টেকনোলজি ও নার্সিং সেবার উন্নয়নেও যথাযথ উদ্যোগ নেওয়া হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ নলেজ জেনারেট করা। সেই লক্ষ্য পূরণে গবেষণাকে গুরুত্ব দিতে হবে। তবে গবেষণা হবে সহজ ও মানুষের কল্যাণধর্মী। গবেষণা হলো সত্যের সাক্ষ্য। গবেষণার মাধ্যমেই এই বিশ্ববিদ্যালয়কে এগিয়ে নেওয়া সম্ভব।

এসকল কর্মসূচীতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত ডিন অধ্যাপক ডা. মোঃ রুহুল আমিন, অধ্যাপক ডা. মোঃ শামীম আহমেদ, অধ্যাপক ডা. মোঃ আতিয়ার রহমান, অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ শফি উদ্দিন, অধ্যাপক ডা. সাইফ উল্লাহ মুন্সী, অধ্যাপক ডা. মোঃ মনির হোসেন খান, রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ডা. মোঃ নজরুল ইসলাম, প্রক্টর ডা. শেখ ফরহাদ, অধ্যাপক ডা. মোঃ আব্দুস শাকুর, অধ্যাপক ডা. মওদুদুল হক, অধ্যাপক ডা. মোঃ সাইফুল ইসলাম, পরিচালক (হাসপাতাল) ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আবু নোমান মোহাম্মদ মোছলেহ উদ্দীন, পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) ডা. এরফানুল হক সিদ্দিকী, চীফ এস্টেট অফিসার ডা. মোঃ এহতেশামুল হক, অতিরিক্ত রেজিস্ট্রার-১ ডা. মোঃ দেলোয়ার হোসেন টিটো, অতিরিক্ত পরিচালক (সুপার স্পেশালাইজড) ডা. মোঃ শাহিদুল হাসান বাবুল, অতিরিক্ত পরিচালক (অডিট) খন্দকার শফিকুল হাসান, অতিরিক্ত পরিচালক (অর্থ ও হিসাব) নাছির উদ্দিন ভুঁঞা, অতিরিক্ত পরিচালক (হাসপাতাল) ডা. হাসনাত আহসান সুমন, শিক্ষক ও চিকিৎসক সহযোগী অধ্যাপক ডা. মোঃ রুহুল কুদ্দুস বিপ্লব, সহযোগী অধ্যাপক ডা. দীনে মুজাহিদ ফারুক ওসমানী, সহযোগী অধ্যাপক ডা. মোঃ আদনান হাসান মাসুদ, সহকারী অধ্যাপক ডা. মোঃ আশরাফুল ইসলাম, সহকারী অধ্যাপক ডা. আ স ম নওরোজ, সহকারী অধ্যাপক ডা. ফারাহ নূর, ডা. শাহরিয়ার শামস, ডা. আকবর হোসাইন, কর্মকর্তা সাবিনা ইয়াসমিন, ইয়াহিয়া খান, মোঃ মারুফ হোসেন, মোঃ লুৎফর রহমান, মোঃ হুমায়ুন কবির, মোঃ মোশারফ হোসেন, মাহমুদুল হাসান, শামীম আহম্মদ প্রমুখসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, বিভিন্ন বিভাগের চেয়ারম্যানবৃন্দ, অফিস প্রধানগণ, চিকিৎসক, রেসিডেন্ট শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা, নার্স ও কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

চীন-বাংলাদেশের মধ্যে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে নতুন অধ্যায় শুরু

কুনমিং মেডিক্যাল ইউনিভার্সিটির সাথে বিএমইউ সহ বিভিন্ন ইউনিভার্সিটির সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষর

চীনের ইউনান প্রদেশের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতে অভিজ্ঞতা ও উন্নয়নের ধারা বাংলাদেশের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়ার লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

গত রবিবার ২০ এপ্রিল ২০২৫ইং তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে "চীন-বাংলাদেশ পিপল-টু-পিপল এক্সচেঞ্জ ইয়ার: ইউনান এডুকেশন এ্যান্ড হেলথ প্রমোশন" শীর্ষক একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রদর্শনী। চীনের ইউনান প্রদেশের সরকার ও ঢাকায় অবস্থিত চীনা দূতাবাস এবং সহ-আয়োজক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে শুভ উদ্বোধন করেন স্বাস্থ্য পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা নূরজাহান বেগম। এসময় বাংলাদেশে নিযুক্ত চীনের মান্যবর রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন, চীনের ইউনান প্রদেশের গর্ভনর ওয়াং ইউবো, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমেদ খান, বাংলাদেশ মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় (বিএমইউ) এর মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর অধ্যাপক ডা. মোঃ শাহিনুল আলম, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. মোঃ আবুল কালাম আজাদ, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মোঃ মুজিবুর রহমান হাওলাদার, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. নাহরীন আখতার, রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ডা. মোঃ নজরুল ইসলাম, সার্জারি অনুষদের ডিন অধ্যাপক ডা. মোঃ রুহুল আমীন, শিশু অনুষদের ডিন অধ্যাপক ডা. মোঃ আতিয়ার রহমান, ফিজিক্যাল মেডিসিন এ্যান্ড রিহ্যাবিলিটেশন বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. মোঃ আব্দুস শাকুর প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে চীনের কুনমিং মেডিক্যাল ইউনিভার্সিটির সাথে বাংলাদেশ মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় (বিএমইউ), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সহ বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) স্বাক্ষর হয়।

এই সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষর হওয়ায় চীন-বাংলাদেশের মধ্যে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে নতুন অধ্যায়ের শুরু হলো। বাংলাদেশ মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় (বিএমইউ) এক্ষেত্রে বিরাট অবদান রাখতে সক্ষম হবে। যৌথ গবেষণা, শিক্ষক ও শিক্ষার্থী বিনিময়, প্রশিক্ষণ কর্মসূচি, আধুনিক চিকিৎসা প্রযুক্তি শেয়ার এবং স্কলারশিপ প্রাপ্তির সুযোগ তৈরি হবে এই এমওইউ এর মাধ্যমে। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, এই উদ্যোগ বাংলাদেশে স্বাস্থ্যখাতের উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখবে। বিশেষ করে জনস্বাস্থ্য, সংক্রামক রোগ এবং চিকিৎসা প্রশিক্ষণ বিষয়ে চীনের অগ্রগতি বাংলাদেশকে কার্যকরভাবে সহায়তা করতে পারবে। এই অনুষ্ঠান দুই দেশের জনগণের মধ্যে সম্পর্ক আরও গভীর করবে এবং শিক্ষা-স্বাস্থ্য খাতে টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি শক্তিশালী

ভিত্তি তৈরি করবে। রোগ পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ, রোগ প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম, জনস্বাস্থ্য বিষয়ক গবেষণা ও নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন, স্বাস্থ্য নিরাপত্তা, টেকনিক্যাল ট্রেনিং, যৌথ গবেষণা কার্যক্রমে ভূমিকা রাখবে। চীনের ইউনান প্রদেশের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাত বাংলাদেশের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগের মাধ্যমে পারস্পরিক উন্নয়ন ও বোঝাপড়া গড়ে তোলায় বিশেষ ভূমিকা রাখবে এই অনুষ্ঠান।

অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী প্রাজ্ঞ ব্যক্তিত্বগণ এ ধরণের আয়োজন চীন ও বাংলাদেশের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করেছে বলে উল্লেখ করেন। এই আয়োজন শিক্ষা খাতে সহযোগিতা যেমন ইউনান প্রদেশের সাথে যৌথ গবেষণা, এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম, স্কলারশিপ ও শিক্ষা উন্নয়নের সুযোগ তৈরি হওয়া, স্বাস্থ্য খাতে স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ক অভিজ্ঞতা বিনিময়, প্রশিক্ষণ কর্মসূচি এবং প্রযুক্তিগত সহযোগিতার মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থার উন্নয়ন সম্ভব হবে বলে তাঁরা আশা প্রকাশ করেন।

এই আয়োজন শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে চীন ও বাংলাদেশের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি এবং জনগণের মধ্যে সরাসরি সম্পর্ক গড়ে তুলতে ভূমিকা রাখবে উল্লেখ করে বিজ্ঞ আলোচকগণ বলেন, ইউনান প্রদেশের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতে অভিজ্ঞতা ও উন্নয়নের ধারা বাংলাদেশের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়ার লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বিশেষ করে চীন ও বাংলাদেশের মধ্যে দীর্ঘমেয়াদি সহযোগিতা গড়ে তোলা, ইউনান প্রদেশের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা শেয়ার করা, ছাত্র ও শিক্ষকদের এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম পরিচালনা, স্বাস্থ্যসেবা প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তি বিনিময়ের ব্যবস্থা জোরদার করা, দুই দেশের সরকারের, বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং দূতাবাসের সমন্বয়ে যৌথ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা এবং সর্বোপরি দুই দেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্ককে আরও শক্তিশালী ও ফলপ্রসূ করতে এই উদ্যোগ বিরাট ভূমিকা রাখবে।

বাংলাদেশে উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে জোরালো পদক্ষেপ: সরকার, বিশেষজ্ঞ ও স্টেকহোল্ডারদের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা

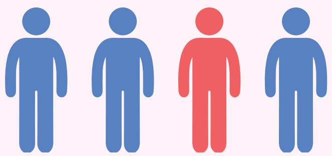

বাংলাদেশে প্রতি ৪ জনের মধ্যে ১ জনের উচ্চ রক্তচাপ রয়েছে।

বাংলাদেশে উচ্চ রক্তচাপের প্রাদুর্ভাব আশঙ্কাজনক হারে বেড়েছে । যেখানে প্রাদুর্ভাবের হার ছিল-

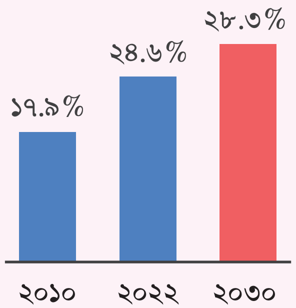

উচ্চ রক্তচাপ, একটি নীরব মহামারি, যা প্রতি ৪ জনের মধ্যে ১ জনের রয়েছে। সাম্প্রতিক STEPS জরিপ (২০১০-২০২২) অনুযায়ী, বাংলাদেশে উচ্চ রক্তচাপের প্রাদুর্ভাব আশঙ্কাজনক হারে বেড়েছে । ২০১০ সালে যেখানে প্রাদুর্ভাবের হার ছিল ১৭.৯%, ২০২২ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৪.৬%-এ এবং অনুমান করা হচ্ছে ২০৩০ সালের মধ্যে এই হার বেড়ে ২৮.৩% পৌঁছাতে পারে।

এই সংকট মোকাবেলায় সরকার উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, অসংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণ (NCDC) কর্মসূচি এবং কমিউনিটি বেইজড হেলথ কেয়ার (CBHC) উদ্যোগসহ বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারের সঙ্গে কাজ করছে। উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপগুলোর মধ্যে রয়েছে ৪৩৫টিরও বেশি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে NCD কর্নার স্থাপন, কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে উচ্চ রক্তচাপ প্রতিরোধী ওষুধের প্রবেশাধিকার বাড়ানো, রোগ নিরীক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা সহজ করতে “Digitalization” এর মাধ্যমে প্রযুক্তিগত সমাধান প্রয়োগ করা।

এই উদ্যোগগুলোর পাশাপাশি, বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বিএমইউ) পাবলিক হেলথ এন্ড ইনফরমেটিকস বিভাগ (DPHI), গ্লোবাল হেলথ অ্যাডভোকেসি ইনকিউবেটরের সহযোগিতায় “Prioritization of Hypertension Control in Bangladesh by Increasing Access to Anti- Hypertensive Drugs” শীর্ষক একটি উচ্চপর্যায়ের গোলটেবিল আলোচনা আয়োজন করে। এই অনুষ্ঠানটি ২০ এপ্রিল ২০২৫, রবিবার সন্ধ্যা ৬:৩০টায় ঢাকা প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলের মেঘনা হলে অনুষ্ঠিত হয়।

স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের সম্মানিত সচিব মো. সাইদুর রহমান - কে প্রধান অতিথি করে, বিএমইউ-এর মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মো. শাহিনুল আলম - এর সভাপতিত্বে একটি গোল টেবিল বৈঠক আয়োজন করা হয়। সভায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ডা. মারুফ হক খান এবং সঞ্চালনা করেন মুহাম্মদ রুহুল কুদ্দুস । প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন, উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে স্বাস্থ্য সেবা হল দেশের জনগণের অধিকার, আর এই অধিকার প্রতিষ্ঠায় সকল মন্ত্রণালয়কে এক হয়ে কাজ করার ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং তিনি বলেন, স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারীদের মাঝে ডিজিটাল কমিউনিকেশন প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে সুষ্ঠ স্বাস্থ্য সেবা

প্রদান করা সম্ভব । সভার সভাপতি বিএমইউ-এর মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শাহিনুল আলম বলেন, উচ্চ রক্তচাপ রোগ বলে গণ্য করা হতো না যদি এর কোন কমপ্লিকেশন না থাকত। তাই এই উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট অত্যন্ত জরুরি।

এছাড়া সকল নীতিনির্ধারক, স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ এবং স্টেকহোল্ডারদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত এই আলোচনায় উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে কার্যকর কৌশল যেমন বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি, ওষুধ সরবরাহ চেইন নিশ্চিতকরণ, এবং লজিস্টিক অবকাঠামো শক্তিশালীকরণ নিয়ে আলোচনা হয়, যা বিদ্যমান চিকিৎসা ব্যবস্থার ঘাটতি দূর করতে সহায়ক হবে।

বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রিভেন্টিভ এন্ড সোশ্যাল মেডিসিন অনুষদের ডিন ও পাবলিক হেলথ এন্ড ইনফরমেটিকস বিভাগ -এর চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. মো. আতিকুল হক, পিএইচডি, বলেন: “উচ্চ রক্তচাপ নীরবে আমাদের জনগণের স্বাস্থ্যকে হুমকির মুখে ফেলছে। ন্যায্য চিকিৎসা সেবার অধিকার নিশ্চিত করতে সমন্বিত ও দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ জরুরি।”

সম্মানিত অতিথিবৃন্দের মধ্যে আরও ছিলেন অধ্যাপক ডা. মোঃ আবু জাফর, মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য সেবা অধিদপ্তর, ডা. মোঃ এনামুল হক, মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট, মোঃ খোরশেদ আলম, অতিরিক্ত সচিব, স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ (এইচএসডি), স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, এ.টি.এম. সাইফুল ইসলাম, অতিরিক্ত সচিব (জনস্বাস্থ্য), স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, শেখ মোমেনা মনি, অতিরিক্ত সচিব (বিশ্ব স্বাস্থ্য), স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, মো. এ. সামাদ মৃধা, ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, এসেনশিয়াল ড্রাগস কোম্পানি লিমিটেড (ইডিসিএল), জনাব মোঃ মামুনুর রশিদ, যুগ্ম সচিব (বিশ্ব স্বাস্থ্য), স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ, ডা. মোঃ শিব্বির আহমেদ ওসমানী, যুগ্ম সচিব (জনস্বাস্থ্য), স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ, মোঃ আবদুস সালাম, যুগ্ম সচিব (বাজেট) (অতিরিক্ত দায়িত্ব: বাজেট-১, এপিএ), স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ, শেখ সাইদুল হক, অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, অধ্যাপক ডা. সৈয়দ জাকির হোসেন, লাইন ডিরেক্টর, এনসিডিসি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, ডা. মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, লাইন ডিরেক্টর, কমিউনিটি-ভিত্তিক স্বাস্থ্যসেবা, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, অধ্যাপক ডা. লিয়াকত আলী, প্রাক্তন উপাচার্য, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের সদস্য, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশ স্বাস্থ্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয় (বিইউএইচএস)-এর সদস্য, অধ্যাপক ডা. সৈয়দ আব্দুল হামিদ, স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ডা. মোঃ নুরুল ইসলাম, প্রকল্প ব্যবস্থাপক ১, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, ডা. ফারিহা হাসান, পিএইচডি, প্রধান, রিপ্রোডাকটিভ ও চাইল্ড হেলথ বিভাগ, পাবলিক হেলথ এন্ড ইনফরমেটিকস বিভাগ, বিএমইউ, ডা. মোঃ খালেকুজ্জামান, পিএইচডি, প্রধান, এপিডেমিওলজি বিভাগ, ডিপিএইচআই, বিএমইউ, ব্রিগেডিয়ার মাহবুবুর রহমান ভূঁইয়া, সাপ্লাই চেইন কনসালটেন্ট, NHFH&RI, মোঃ রিয়াদ আরাফিন, উপ-মহাব্যবস্থাপক, বিক্রয় ও বিপণন (সিসি), এসেনশিয়াল ড্রাগস কোম্পানি লিমিটেড (ইডিসিএল), হাসান শাহরিয়ার, পরিচালক এবং প্রোগ্রাম প্রধান, প্রোগগা ।

এছাড়াও প্রকল্পের পক্ষ থেকে ছিলেন, অধ্যাপক এম মোস্তফা জামান পিএইচডি, নির্বাহী সম্পাদক, বিএমইউ জার্নাল, অধ্যাপক ডা. মোঃ আতিকুল হক, পিএইচডি, টিম লিড, বিএমইউ, মুহাম্মদ রুহুল কুদ্দুস, বাংলাদেশ কান্ট্রি লিড, GHAI, অধ্যাপক ডা. সোহেল রেজা চৌধুরী, পরামর্শক, NHFH&RI, ডাঃ মারুফ হক খান, পিএইচডি, সহকারী অধ্যাপক, বিএমইউ, ডা. শাহানা সুলতানা, প্রোজেক্ট কো-অর্ডিনেটর, বিএমইউ, ডা. তানজিলা বুশরা, অ্যাডভোকেসি কো-অর্ডিনেটর, বিএমইউ।

বিএমইউতে বিশ্ব ইন্টেলেকচুয়াল প্রোপার্টি দিবস ২০২৫ উদযাপিত

বক্তব্য রাখছেন- প্রধান অতিথি মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর অধ্যাপক ডা. মোঃ শাহিনুল আলম।

বাংলাদেশ মেডিক্যাল ইউনিভার্সিটি (বিএমইউ) তে গত শনিবার ২৬ এপ্রিল ২০২৫ইং তারিখে বিশ্ব ইন্টেলেকচুয়াল প্রোপার্টি (Intellectual Property) দিবস ২০২৫ উদযাপিত হয়েছে। এবারে দিবসটির স্লোগান হল "আইপি ও সঙ্গীত: বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পত্তির স্পন্দন অনুভব করুন (IP and music: feel the beat of IP)"। ইনস্টিটিউশনাল কোয়ালিটি এ্যাসুরেন্স সেল (আইকিউএসি) এর উদ্যোগে আয়োজিত এই মেধাস্বত্ব বা বুদ্ধিভিত্তিক সম্পত্তি দিবস উপলক্ষে বিএমইউতে একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালি বের হয় ও সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

এ সকল কর্মসূচীতে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ মেডিক্যাল ইউনিভার্সিটির মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর অধ্যাপক ডা. মোঃ শাহিনুল আলম। বিশেষ অতিথি ছিলেন সম্মানিত প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মোঃ মুজিবুর রহমান হাওলাদার। মূল্যবান বক্তব্য রাখেন মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা কার্যালয়ের এনজিও এফেয়ার্স ব্যুরো এর মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) জনাব মোঃ দাউদ মিয়া, এনডিসি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপার্টমেন্ট অব প্রিন্টিং এন্ড পাবলিকেশন স্ট্যাডিস এর কপি রাইট ও অনুষজ্ঞ ফ্যাকাল্টি জনাব খান মাহাবুব। দিবসটির তাৎপর্য তুলে ধরেন পাবলিক হেলথ এন্ড ইনফরমেটিকস বিভাগের চেয়ারম্যান ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিন অধ্যাপক ডা. মোঃ আতিকুল হক ও আইকিউএসি এর পরিচালক অধ্যাপক ডা. নুরুন নাহার খানম। সঞ্চালনার দায়িত্ব পালন করেন আইকিউএসি এর অতিরিক্ত পরিচালক সহযোগী অধ্যাপক ডা. দীন-ই-মুজাহিদ মোহাম্মদ ফারুক ওসমানী এবং অতিরিক্ত পরিচালক সহযোগী অধ্যাপক ডা. তারিক রেজা আলী। র‍্যালিতে বিএমইউ এর ইমিরেটাস অধ্যাপক ডা. এবিএম আব্দুল্লাহ, উপ-রেজিস্ট্রার (আইন, অতিরিক্ত দায়িত্ব) ডা. আবু হেনা হেলাল উদ্দিন আহমেদ প্রমুখসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, চিকিৎসক, রেসিডেন্ট ছাত্রছাত্রী, কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর অধ্যাপক ডা. মোঃ শাহিনুল আলম বলেন, বাংলাদেশ মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে কপি রাইট করার মতো অনেক সম্পত্তি রয়েছে। আমাদের নিজস্ব অনেক কিছু রয়েছে। তবে এই বিষয়ে অনেকেরই পর্যাপ্ত ধারণা নাই। তাই এই সম্পত্তি যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা সহ তা তুলে ধরা সম্ভব হচ্ছে না। ভবিষ্যতে এ বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া হবে। মাননীয় উপাচার্য তাঁর বক্তব্যে বাংলাদেশ মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে কপি রাইট, প্যাটেন্ট রাইট করার বিষয়গুলো বা সম্পত্তিসমূহ উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরেন।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে সম্মানিত প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মোঃ মুজিবুর রহমান হাওলাদার বলেন, বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পত্তি বিষয়ে মানুষকে আরো সচেতন ও সম্পৃক্ত করতে হবে।

বিএমইউতে ইপনা এর বোর্ড অফ গভর্নরস এর সভা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় (বিএমইউ) এর ইনস্টিটিউট অফ পেডিয়াট্রিক নিউরোডিজঅর্ডার এন্ড অটিজম (ইপনা) এর বোর্ড অফ গভর্নরস এর ৫ম সভা গত ২৬ এপ্রিল ২০২৫ইং তারিখে বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ ডা. মিল্টন হলে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন বিএমইউ এর মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর অধ্যাপক ডা. মোঃ শাহিনুল আলম।

সভায় ইপনার কার্যক্রম, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা, বাজেট, ইপনা থেরাপি সেন্টার স্থাপনসহ বিভিন্ন বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

সভায় সভাপতি মাননীয় ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক ডা. মোঃ শাহিনুল আলম গবেষণার উপর গুরুত্বারোপ করেন। ইপনা থেকে স্ট্যান্ডার্ড সার্ভিস বা মানসম্পন্ন চিকিৎসা সেবা প্রদান, নতুন জ্ঞান সৃষ্টির লক্ষ্যে মেডিক্যাল অডিট ও ধারাবাহিক মনিটরিং এর উপর বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করেন ও মূল্যবান দিকনির্দেশনা দেন মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর। সভায় উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মোঃ মুজিবুর রহমান হাওলাদার, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. নাহরীন আখতার, শিশু অনুষদের ডিন অধ্যাপক ডা. মোঃ আতিয়ার রহমান, সার্জারি অনুষদের ডিন অধ্যাপক ডা. মোঃ রুহুল আমিন, প্রক্টর ডা. শেখ ফরহাদ, শিশু হেমাটোলজি ও অনকোলজি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. মোঃ আনোয়ারুল করিম, পরিচালক (হাসপাতাল) ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আবু নোমান মোহাম্মদ মোছলেহ উদ্দীন, পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) ডা. এরফানুল হক সিদ্দিকী, ইপনার পরিচালক অধ্যাপক ডা. সৈয়দা তাবাসসুম আলম, শিশু নিউরোলজি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. কানিজ ফাতেমা, সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. গোপেন কুমার কুন্ডু, ইপনার উপ-পরিচালক ডা. কাজী আশরাফুল ইসলাম, শিশু নিউরোলজি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডা. সানজিদা আহমেদ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

বিএমইউ'র মরহুম ডা. আতিয়ার রহমানের স্মরণসভা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় (বিএমইউ) এর ট্রান্সফিউশন মেডিসিন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মরহুম ডা. আতিয়ার রহমান এর স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিএমইউ'র শহীদ ডা. মিল্টন হলে গত রবিবার ২৭ এপ্রিল ২০২৫ইং তারিখে ব্লাড ট্রান্সফিউশন সোসাইটি অফ বাংলাদেশ (বিইটিএসবি) এই স্মরণসভার আয়োজন করে। স্মরণসভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বিএমইউ এর মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর অধ্যাপক ডা. মোঃ শাহিনুল আলম।

উল্লেখ্য, মরহুম ডা. আতিয়ার রহমান ব্লাড ট্রান্সফিউশন সোসাইটি অফ বাংলাদেশ (বিইটিএসবি) এর সভাপতি হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছি- লেন। তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গত ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ইং তারিখে ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৫৯ বছর।

চিকিৎসক সপ্তাহ ২০২৫ উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

চিকিৎসকদের মানবিক মূল্যবোধে উজ্জীবিত হতে হবে, তবেই গড়ে উঠবে একটি ন্যায্য ও মানবিক সমাজ।

২৪ এপ্রিল ২০২৫ তারিখে বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ ডা. মিল্টন হলে অনুষ্ঠিত হলো "চিকিৎসক সপ্তাহ ২০২৫" উপলক্ষে একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা সভা। বাংলাদেশ নির্মিতির দূরদর্শী চিকিৎসা সংক্রান্ত সহযাত্রা প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে আয়োজিত এই সভায় চিকিৎসক সমাজের বিভিন্ন স্তরের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।
অনুষ্ঠানে বক্তারা স্বাস্থ্যখাতের সাম্প্রতিক সংকট, চিকিৎসকদের প্রতি সমাজের দৃষ্টিভ-ঙ্গি, এবং নৈতিক চিকিৎসাচর্চার গুরুত্ব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। এতে বলা হয়, চিকিৎসকরা যেন সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে ওঠেন, মানবিক মূল্যবোধ ও প্রগতিশীল চিন্তার ধারক হয়ে উঠেন- এ লক্ষ্যেই সপ্তাহব্যাপী কর্মসূচি পালিত হচ্ছে।

আলোচনা সভায় অংশগ্রহণকারীরা বলেন, "আমরা চিকিৎসাকে বাঁচাতে এসেছি, চিকিৎসকদের নয়। চিকিৎসকদের মানবিক মূল্যবোধে উজ্জীবিত হতে হবে, তবেই গড়ে উঠবে একটি ন্যায্য ও মানবিক সমাজ।" অনুষ্ঠানটি যৌথভাবে আয়োজন করে চিকিৎসক সপ্তাহ উদযাপন পরিষদ ও স্বাস্থ্য সংশ্লিষ্ট একাধিক সংগঠন। স্বাস্থ্যকর্মী ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা আইন, নতুন জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি, জাতীয় ওষুধ নীতি ও বেসরকারি স্বাস্থ্য খাত সংস্কার বিষয়ে স্বাস্থ্য খাতবিষয়ক সংস্কার কমিশন ও সরকারের অবস্থান কী বা সরকার কী করতে যাচ্ছে, তা জানা-বোঝার জন্য এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী (স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়ে প্রতিমন্ত্রী পদমর্যাদায়) অধ্যাপক মো. সায়েদুর রহমান, স্বাস্থ্য খাতের জনবল সমস্যা, শিক্ষা সমস্যা, হাসপাতাল ব্যবস্থাপনার সমস্যা এসব বিষয়ে সরকার কী করছে বা ভবিষ্যতে কী করা সম্ভব, সমস্যাগুলো কোথায়, তার বিশদ বর্ণনা দেন। অনুষ্ঠানের সভাপতি ও স্বাস্থ্য খাতবিষয়ক সংস্কার কমিশনের সভাপতি জাতীয় অধ্যাপক এ কে আজাদ খান বলেন, ডাক্তারি অনন্য পেশা। ভালো মানুষ না হলে একজন ভালো ডাক্তার হওয়া যায় না।

আলোচনায় বাংলাদেশে মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর অধ্যাপক ডা. মোঃ শাহিনুল আলম বলেন, চিকিৎসকদের দাবিগুলো গণ-আকাঙ্ক্ষায় পরিণত করা হলে সেগুলো পূরণ হওয়া সম্ভব।
অনুষ্ঠানে স্বাস্থ্যশিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক নাজমুল হোসেন, স্বাস্থ্য খাতবিষয়ক সংস্কার কমিশনের সদস্য অধ্যাপক সৈয়দ

কোডটি স্ক্যান করে সরাসরি বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অনলাইন অ্যাপয়েনমেন্ট সেবা গ্রহন করা যাবে।

আতিকুল হক, বাংলাদেশ মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মোঃ মুজিবুর রহমান হাওলাদার, রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ডা. মোঃ নজরুল ইসলাম, প্রক্টর সহযোগী অধ্যাপক ডা. শেখ ফরহাদ, পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) ডা. এরফানুল হক সিদ্দিকী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন চিকিৎসক সপ্তাহ উদ্‌যাপন পরিষদের মুখপাত্র ও প্ল্যাটফর্ম অব মেডিকেল অ্যান্ড ডেন্টাল সোসাইটির কো-চেয়ার ফয়সাল বিন সালেহ।

সভায় চারটি প্রস্তাবনা উপস্থাপন করা হয়-

১. **স্বাস্থ্যখাতে সুশাসনের প্রয়োগ:** "সহমর্মী ও স্বাস্থ্যসম্মত সুস্থতা অভিযান" নামে একটি স্বাস্থ্যসচেতনতামূলক উদ্যোগ গ্রহণ, এবং "Good Medical Practices" বিষয়ে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি জোরদার করা।

২. **নতুন প্রজন্মকে স্বাস্থ্যচর্চায় উৎসাহিত করা:** মিডিয়া ও পল্লী পর্যায়ে স্বাস্থ্যশিক্ষার নতুন কনটেন্ট ও প্রযুক্তিনির্ভর উদ্যোগ গ্রহণ।

৩. **পরিবেশবান্ধব স্বাস্থ্যনীতি:** জলবায়ু ও পরিবেশ বিষয়ক সচেতনতায় চিকিৎসকদের ভূমিকা নিশ্চিত করতে বিশেষ স্বাস্থ্যনীতির রূপরেখা তৈরি।

৪. **বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবা খাতে স্বচ্ছতা:** ন্যায্যতা, সেবা মান, মূল্য নির্ধারণ ও তদারকিতে সরকারিভাবে নীতিমালা ও মনিটরিং নিশ্চিতকরণ।

বিএমইউতে "ডেন্টাল পাল্প টিস্যু: রিজেনারেটিভ মেডিসিনের নতুন আশা" শীর্ষক সেন্ট্রাল সেমিনার অনুষ্ঠিত

দাঁতের মজ্জা থেকে স্টেম সেল সংগ্রহ করে শরীরের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ প্রত্যঙ্গে প্রয়োগের উদ্দেশ্যে একটি স্টেম সেল ব্যাংক চালু করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

-অধ্যাপক ডা. মোঃ মুজিবুর রহমান হাওলাদার

বাংলাদেশ মেডিক্যাল ইউনিভার্সিটি (বিএমইউ)-তে "ডেন্টাল পাল্প টিস্যু: রিজেনারেটিভ মেডিসিনের নতুন আশা (Dental Pulp Tissue: A New Hope for Regenerative Medicine)" শীর্ষক সেন্ট্রাল সেমিনার গত মঙ্গলবার ২২ এপ্রিল ২০২৫ইং তারিখ সকালে ইউনিভার্সিটির এ ব্লক অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সেন্ট্রাল সেমিনার সাব কমিটির চেয়ারপারসন অধ্যাপক ডা. আফজালুন নেছা এর সভাপতিত্বে ও ডা. খালেদ মাহবুব মোর্শেদ (মামুন) এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সেমিনারে বাংলাদেশ মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় (বিএমইউ) এর সম্মানিত প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. মোঃ আবুল কালাম আজাদ, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মোঃ মুজিবুর রহমান হাওলাদার, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. নাহরীন আখতার, শিশু অনুষদের ডিন অধ্যাপক ডা. মোঃ আতিয়ার রহমান প্রমুখসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের চেয়ারম্যানবৃন্দ, শিক্ষক, চিকিৎসক, রেসিডেন্টবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সেমিনারে জানানো হয়, দাঁতের মধ্যকার মজ্জা থেকে উদ্ভাবিত স্টেম সেল থেরাপির মাধ্যমে মানবদেহের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ প্রত্যঙ্গের চিকিৎসা করার সুযোগ রয়েছে। লিভার, কিডনীর ক্ষতিগ্রস্ত টিস্যু প্রতিস্থাপনে এই চিকিৎসা পদ্ধতি কার্যকর। স্নায়ু রোগ, ডায়াবেটিস, কার্ডিও ভাসকুলারসহ বিভিন্ন রোগের চিকিৎসাতেও স্টেম সেল ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে। এই চিকিৎসা পদ্ধতি ছড়িয়ে দিতে পারলে চিকিৎসার ক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে।

সেমিনারে সম্মানিত প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মোঃ মুজিবুর রহমান হাওলাদার, "ক্লিনিক্যাল অ্যাপ্লিকেশন এবং রিজেনারেটিভ মেডিসিনের ভবিষ্যত দৃষ্টিভঙ্গি (Clinical Applications and Future Perspectives in Regenerative Medicine)" শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। এছাড়া এফসিপিএস ট্রেইনি ডা. সিদ্দিকুল্লাহ, "ডেন্টাল পাল্প স্টেম সেলের জীববৈজ্ঞানিক সম্ভাবনা (Biological Potential of Dental Pulp Stem Cells)" এবং রেসিডেন্ট ডা. কামরুল হাসান, "ডেন্টাল পাল্প টিস্যু ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের সহজ পদক্ষেপ (Simple Steps in Dental Pulp Tissue Engineering)" শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

সম্মানিত প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (গবেষণা ও

উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মোঃ মুজিবুর রহমান হাওলাদার বলেন, বাংলাদেশ মেডিক্যাল ইউনিভার্সিটির কনজারভেটিভ ডেনটিসট্রি এন্ড এন্ডোডনটিকস বিভাগে স্টেম সেল প্রয়োগের মাধ্যমে দাঁতের ক্ষয়জনিত, আঘাতজনিত ও বিভিন্ন রোগের ফলে মরে যাওয়া দাঁতের মজ্জা পুনরুজ্জীবিত করার কাজ সফলভাবে চলছে। এসিপিএস ট্রেইনি, রেসিডেন্টগণসহ উচ্চতর চিকিৎসা শিক্ষায় অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীরা এই চিকিৎসা পদ্ধতির সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে। বিএমইউ'র অন্যান্য বিভাগে দাঁতের মজ্জা থেকে স্টেম সেল সংগ্রহ করে শরীরের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ প্রত্যঙ্গে প্রয়োগের উদ্দেশ্যে একটি স্টেম সেল ব্যাংক চালু করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ওই স্টেম সেল ব্যাংকিং সেবাকে বিএমইউ'র এস্ট্যাবলিশমেন্ট সেন্ট্রাল রিসার্চ সেন্টারের সাথে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব হবে। তিনি আরো বলেন, স্টেম সেল থেরাপি যে একটি সফল চিকিৎসা পদ্ধতি তার প্রমাণ কিংস কলেজ অব লন্ডনের গবেষক দলের উদ্ভাবনী পদ্ধতি। যারা এক যুগ ধরে গবেষণা করে প্রমাণ করেছেন প্রাপ্ত বয়স্কদের পড়ে যাওয়া দাঁতের ফাঁকা স্থানে নতুন করে দাঁত ফিরিয়ে আনা সম্ভব।

কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. নাহরীন আখতার বলেন, বাংলাদেশ মেডিক্যাল ইউনিভার্সিটির বর্তমান প্রশাসন রোগীদের সুবিধার্থে সর্বাধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি চালু করতে নিরলস প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। বিএমইউতে স্টেম সেল ব্যাংক প্রতিষ্ঠা বা স্টেম সেল ব্যাংকিং সেবাকে পুরো মাত্রায় চালুর ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা হবে।

বিএমইউ'র সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতালে আইসিইউ ইউনিট চালু

বাংলাদেশ মেডিক্যাল ইউনিভার্সিটির সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতালে স্বল্প পরিসরে আইসিইউ ইউনিট চালু করা হয়েছে। গত মঙ্গলবার ২২ এপ্রিল ২০২৫ইং তারিখে সুপার স্পেশালাইজ হাসপাতালের লেভেল থ্রিতে এর শুভ উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় এর সম্মানিত প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. মোঃ আবুল কালাম আজাদ। এসময় বিএমইউ এর সম্মানিত রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ডা. মোঃ নজরুল ইসলাম, সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতালের পরিচালক ও বিএমইউ এর ডিন অধ্যাপক ডা. মোঃ সাইফ উল্লাহ মুন্সী, এ্যানেসথেসিয়া এ্যানালজেসিয়া এন্ড ইনটেনসিভ কেয়ার মেডিসিন বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. মোঃ মোস্তফা কামাল, সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. একেএম আখতারুজ্জামান, অধ্যাপক ডা. মন্তোষ কুমার মন্ডল, সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতালের অতিরিক্ত পরিচালক ডা. মোঃ শাহিদুল হাসান, ডা. মাহাবুব প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সম্মানিত প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. মোঃ আবুল কালাম আজাদ বলেন, বাংলাদেশ মেডিক্যাল ইউনিভার্সিটির সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতাল পূর্ণাঙ্গভাবে চালু করতে বর্তমান প্রশাসন নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সকল বাধা অতিক্রম করে প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগের মাধ্যমে এই হাসপাতাল পূর্ণাঙ্গভাবে চালুর কাজ সম্পন্ন করা হবে। এই হাসপাতালটি পূর্ণাঙ্গভাবে চালু রোগীদের বিদেশ যাওয়ার প্রবণতা কমে আসবে।

বিএমইউ এর রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ডা. মোঃ নজরুল ইসলাম তাঁর বক্তব্যে চিকিৎসক ও নার্সদের রোগীদের প্রতি আরো ভালো আচরণ করার আহ্বান জানিয়ে বলেন, রোগীরা যেনো উন্নত চিকিৎসাসেবা পায় এবং তারা যেনো চিকিৎসা নিয়ে সন্তুষ্ট হয় সেই দিকে খেয়াল রাখতে হবে। তিনি আরো বলেন, সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতালে রেডিওলজি এন্ড ইমেজিং সংক্রান্ত যেকোনো সেবা প্রয়োজন অনুযায়ী দ্রুততার সাথে নিশ্চিত করা হবে।

অন্য বক্তারা জানান, সুপার স্পেশালাইজ হাসপাতালের আইসিইউতে উন্নত, অত্যাধুনিক চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করতে রয়েছে প্রশিক্ষিত দক্ষ নার্স। যা আন্তর্জাতিক মানের চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করতে বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

বাংলাদেশ মেডিক্যাল ইউনিভার্সিটিতে “বাংলাদেশে তামাক ব্যবহারের প্রবণতা ও পূর্বাভাস” শীর্ষক গবেষণার ফলাফল প্রকাশ

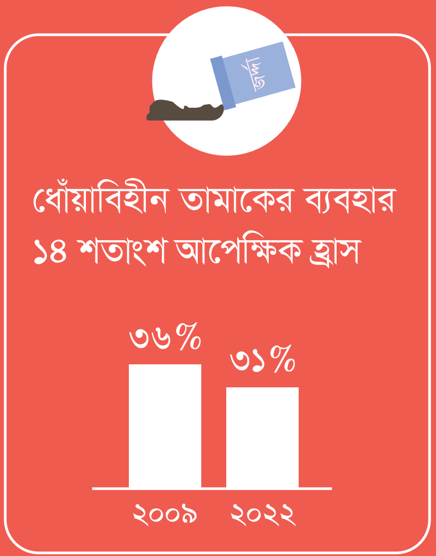

বাংলাদেশে তামাকের ব্যবহার বিগত ১৩ বছরে হ্রাস পেলেও ২০৩০ সালের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন চ্যালেঞ্জিং হবে। বুধবার (২৩ এপ্রিল) বাংলাদেশ মেডিক্যাল ইউনিভার্সিটিতে (বিএমইউ) “বাংলাদেশে তামাক ব্যবহারের প্রবণতা ও পূর্বাভাস” শীর্ষক গবেষণার ফলাফল প্রকাশ অনুষ্ঠানে এ আশঙ্কার প্রকাশ করা হয়।

ইউনিভার্সিটির শহীদ ডা. মিল্টন হলে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ মেডিক্যাল ইউনিভার্সিটির প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মো. মুজিবুর রহমান হাওলাদার। প্রধান অতিথি ছিলেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব শেখ মোমেনা মনি। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ মেডিক্যাল ইউনিভার্সিটি জার্নালের এক্সিকিউটিভ এডিটর অধ্যাপক ডা. এম মোস্তফা জামান। বিশেষ অতিথি ছিলেন স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের যুগ্ম-সচিব (বিশ্ব স্বাস্থ্য) মো. মামুনুর রশিদ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিএমইউ'র প্রিভেনটিভ এ্যান্ড সোশাল মেডিসিন অনুষদের ডিন ও পাবলিক হেলথ এ্যান্ড ইনফরমেটিকস বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. মো. আতিকুল হক।

প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মোঃ মুজিবুর রহমান হাওলাদার বলেন, তামাক ব্যবহার (ধূমপান ও ধোঁয়াবিহীন) এই দুটোই বাংলাদেশের মানুষের স্বাস্থ্য ঝুঁকির জন্য দায়ী এবং উদ্বেগজনক। এই ঝুঁকি কমানোর ক্ষেত্রে গণ মানুষকে সম্পৃক্ত ও সচেতন করতে হবে। গণমাধ্যম এক্ষেত্রে বড় ভূমিকা রাখতে পারে। তামাক ব্যবহারের মাত্রা ও ঝুঁকি শহর ও গ্রাম পর্যায়ে আলাদাভাবে তুলে ধরা জরুরি। বিভিন্ন কমিউনিটির মধ্যে তামাকের ব্যবহার কেমন তাও তুলে ধরা যেতে পারে। ধোঁয়াবিহীন তামাক ব্যবহারে তরুণরা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, তা নিয়েও ভাবতে হবে।

অধ্যাপক ড. এম মোস্তফা জামান বলেন, জনস্বাস্থ্য ও তথ্যবিজ্ঞান বিভাগ, বাংলাদেশ মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় ও তার গবেষক দল, জাতীয় পর্যায়ের খানা জরিপ GATS Ges STEPS এর তথ্য বিশ্লেষণে করে দেখেছেন যে, ২০০৯ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত তামাক ব্যবহারের হার উল্লেখযোগ্য হারে কমেছে, তবে বর্তমান গতিতে এগোলে ২০৩০ সালের মধ্যে তামাকের ব্যবহার ৩০ শতাংশ কমানোর বৈশ্বিক লক্ষ্য পূরণ সম্ভব নয়।

গবেষণা ও বিশ্লেষণের প্রধান ফলাফল হলো ২৫-৬৯ বছর বয়সী বাংলাদেশীদের তামাক ব্যবহার (ধূমপান ও ধোঁয়াবিহীন) ২০০৯ সালে ৫৪ শতাংশ থেকে কমে ২০২২ সালে ৪৭ শতাংশে নেমেছে (১৩ শতাংশ আপেক্ষিক হ্রাস)। ধূমপানের হার ২৭ শতাংশ থেকে ২২ শতাংশ এ (১৯ শতাংশ আপেক্ষিক হ্রাস)। ধোঁয়াবিহীন তামাকের ব্যবহার ৩৬ শতাংশ থেকে ৩১ শতাংশ (১৪ শতাংশ আপেক্ষিক হ্রাস)। লিঙ্গভিত্তিক বিশ্লেষণে পুরুষদের মধ্যে তামাক ব্যবহারের হ্রাস নারীদের তুলনায় কিছুটা বেশি। শহর ও গ্রামীণ এলাকায় তামাক ব্যবহার কমলেও শহুরে অঞ্চলে হ্রাসের হার বেশি স্পষ্ট।

তথ্য বিশ্লেষণে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এনসিডি (অসংক্রামক রোগ) প্রতিরোধ রোডম্যাপ অনুযায়ী, ২০৩০ সালের মধ্যে তামাক ব্যবহার ৩০ শতাংশ কমানোর লক্ষ্য অর্জন করতে হলে বর্তমান নীতিমালার গতি দ্বিগুণ করতে হবে। ২০০৯-২০২২ সালের প্রবণতা বিশ্লেষণে দেখা যায়, বর্তমান হারে তামাক ব্যবহার কমলে ২০৩০ সালে হার দাঁড়াবে প্রায় ৪২ শতাংশ, যা কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যের চেয়ে বেশি।

সুপারিশসমূহের মধ্যে রয়েছে তামাক নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি জোরদার করে বর্তমান হ্রাসের হার ত্বরান্বিত করতে হবে। ব্যাবহারিক গবেষণা পরিচালনা করা প্রয়োজন, বিশেষ করে নীতি ও আইনের দিকে বিশেষ নজর দিয়ে, যাতে অপর্যাপ্ত হ্রাসের কারণ চিহ্নিত করা যায়। সর্বশেষ তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছিল ২০২২ সালে। অতএব, দ্রুত আরেকটি জরিপ করা প্রয়োজন, সম্ভব হলে ২০২৫-২০২৬ সালের মধ্যে।

বিশেষজ্ঞদের মন্তব্যে জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বলছেন, তামাক ব্যবহার হ্রাসে বাংলাদেশের অগ্রগতি প্রশংসনীয়, তবে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (এসডিজি) অর্জনে আরও কঠোর নীতি ও সামাজিক সচেতনতা প্রয়োজন। ধোঁয়াবিহীন তামাকের ব্যবহার কমাতে বিশেষ উদ্যোগ নিতে হবে।

বাংলাদেশ সোসাইটি অফ রেডিওলজি এন্ড ইমেজিং (বিএসআরআই) এর উদ্যোগে সিএমই প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ মেডিক্যাল ইউনিভার্সিটির শহীদ ডা. মিল্টন হলে গত সোমবার ২১ এপ্রিল ২০২৫ইং তারিখে বাংলাদেশ সোসাইটি অফ রেডিওলজি এন্ড ইমেজিং (বিএসআরআই) এর উদ্যোগে "From the Cath lab to the Mammo suite: Empowering Safer, Smarter Patient care" শীর্ষক সিএমই প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ মেডিক্যাল ইউনিভার্সিটির মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর অধ্যাপক ডা. মোঃ শাহিনুল আলম। উক্ত সিএমইতে বিএমইউ'র সম্মানিত রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ডা. মোঃ নজরুল ইসলাম, অধ্যাপক ডা. শারমিন আক্তার রূপা, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল প্রফেসর সৈয়দ জহিরুল আলম, লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোহাম্মদ মামুন অর রশিদ প্রমুখ মূল্যবান বক্তব্য রাখেন। উক্ত সিএমই প্রোগ্রামে বাংলাদেশ সোসাইটি অফ রেডিওলজি এন্ড ইমেজিং এর সদস্যবৃন্দসহ দেশের বিভিন্ন মেডিক্যাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের রেডিওলজি এন্ড ইমেজিং বিভাগের সম্মানিত শিক্ষক, চিকিৎসক ও ছাত্রছাত্রীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বিএমইউতে কক্লিয়ার ইমপ্ল্যান্ট সার্জারি ট্রেনিং প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত

প্রায় ১০০০ কক্লিয়ার ইমপ্ল্যান্ট সম্পন্ন

বাংলাদেশ মেডিক্যাল ইউনিভার্সিটিতে (বিএমইউ) দিনব্যাপী কক্লিয়ার ইমপ্ল্যান্ট সার্জারি ট্রেনিং প্রোগ্রাম (Cochlear Implant Surgery Training Programme) গত রবিবার ২০ এপ্রিল ২০২৫ইং তারিখে বিশ্ববিদ্যালয়ের সি ব্লকের মাল্টিপারপাস হলে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সকালে ১১তম কক্লিয়ার ইমপ্ল্যান্ট সার্জারি ট্রেনিং প্রোগ্রাম (প্রশিক্ষণ কর্মসূচী) এর শুভ উদ্বোধন করেন প্রধান অতিথি মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর অধ্যাপক ডা. মোঃ শাহিনুল আলম। কর্মশালায় নাক কান গলা বিষয়ে উচ্চতর কোর্সে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীবৃন্দ, অটোলজিতে আগ্রহী চিকিৎসকসহ প্রায় ১০০ জন চিকিৎসক অংশ নেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিএমইউ এর অটোল্যারিংগোলজি হেড এন্ড নেক সার্জারি বিভাগের শিক্ষক, চিকিৎসক, রেসিডেন্ট, অডিওলজিস্ট, স্পিচ থেরাপিস্টগণ উপস্থিত ছিলেন।

প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে জানানো হয়, বাংলাদেশ মেডিক্যাল ইউনিভার্সিটিতে এ পর্যন্ত প্রায় এক হাজার সম্পূর্ণ শ্রবণ প্রতিবন্ধীর সফলভাবে কক্লিয়ার ইমপ্ল্যান্ট সম্পন্ন করা হয়েছে। যাদের মধ্যে নয় শতাধিক শিশু রয়েছে। কক্লিয়ার ইমপ্ল্যান্ট একটি ব্যয়বহুল চিকিৎসা কার্যক্রম। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সহায়তায় বিনামূল্যে বা নামমাত্র মূল্যে বিএমইউতে কক্লিয়ার ইমপ্ল্যান্ট চিকিৎসাসেবা দেয়া হচ্ছে। বিএমইউতে যে প্রায় এক হাজার সম্পূর্ণ শ্রবণ প্রতিবন্ধীর কক্লিয়ার ইমপ্ল্যান্ট সম্পন্ন হয়েছে তাদের মধ্যে মাত্র ৪১ জন নিজ খরচে কক্লিয়ার ইমপ্ল্যান্ট সম্পন্ন করেছে। অন্য সবাই নামমাত্র মূল্যে বিএমইউ এর উদ্যোগে কক্লিয়ার ইমপ্ল্যান্ট সম্পন্ন করেছে। যে সকল শ্রবণ প্রতিবন্ধীরা কক্লিয়ার ইমপ্ল্যান্ট করেছে তারা কক্লিয়ার ইমপ্ল্যান্ট এর পূর্বে কানে শুনতে না পাওয়ায় কথাও বলতে পারতেন না কিন্তু কক্লিয়ার ইমপ্ল্যান্ট করার পর তারা এখন কানে শুনতে পারছেন, কথা বলতে পারছেন এবং সমাজের বোঝা না হয়ে নিজেকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার সুযোগ পাচ্ছেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর অধ্যাপক ডা. মোঃ শাহিনুল আলম তাঁর বক্তব্যে গবেষণার উপর বিশেষ করে কক্লিয়ার ইমপ্ল্যান্ট পরবর্তী চিকিৎসা, পুনর্বাসন, আউটকাম বা চিকিৎসার চূড়ান্ত ফলাফল নিয়ে গবেষণা ও বিশদ পর্যালোচনার উপর গুরুত্বারোপ করেন। একই সাথে কক্লিয়ার ইমপ্ল্যান্ট প্রোগ্রাম এর সফলতা কামনা করে মাননীয় উপাচার্য মহোদয় বলেন, কক্লিয়ার ইমপ্ল্যান্ট এর মাধ্যমে অনেক শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিশু আজ সমাজের মূল স্রোতের ধারায় সম্পৃক্ত হওয়ার সুযোগ পাচ্ছে, এটা একটা বিরাট অর্জন।

অটোল্যারিংগোলজি হেড এন্ড নেক সার্জারি বিভাগের চেয়ারম্যান ও কক্লিয়ার ইমপ্ল্যান্ট প্রোগ্রাম ডিরেক্টর অধ্যাপক ডা. এএইচএম জহিরুল হক সাচ্চু এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে উক্ত বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. মোঃ আজহারুল ইসলাম, অধ্যাপক ডা. মোঃ দেলোয়ার হোসেন, সহযোগী অধ্যাপক ডা. কানু লাল সাহা, সহযোগী অধ্যাপক ডা. মোঃ হারুন অর রশীদ তালুকদার প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। বক্তারা কক্লিয়ার ইমপ্ল্যান্ট চিকিৎসার বিভিন্ন দিক তুলে ধরার পাশাপাশি বিএমইউ প্রশাসনের কাছে সহায়ক জনবল নিয়োগ দেয়ার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন।

বিএমইউতে ইউনান-বাংলাদেশ শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা সহযোগিতামূলক প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশের মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস এবং চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং এর মধ্যে সম্প্রতি যে বৈঠক হয়েছে তা দুই দেশের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতের পারস্পরিক সহযোগিতা ও উন্নয়নে বিরাট ভূমিকা রাখবে।

- জিয়া জুয়েশান, প্রেসিডেন্ট প্রফেসর, কুনমিং মেডিক্যাল ইউনিভার্সিটি

চীন বাংলাদেশের স্বাস্থ্যখাতের উন্নয়নে ১৩৮ দশমিক ২০ মিলিয়ন ইউএস ডলার বরাদ্দ দিবে।

- অধ্যাপক ডা. নাহরীন আখতার, কোষাধ্যক্ষ, বিএমইউ

বাংলাদেশ মেডিক্যাল ইউনিভার্সিটিতে ইউনান-বাংলাদেশ শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা সহযোগিতামূলক প্রোগ্রাম (Yunnan-Bangladesh medical education and health care collaboration) গত সোমবার ২১ এপ্রিল ২০২৫ইং তারিখে সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতালের অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়েছে। চীনের কুনমিং মেডিক্যাল ইউনিভার্সিটির সাথে বাংলাদেশ মেডিক্যাল ইউনিভার্সিটির (বিএমইউ) এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর (এমওইউ) পরবর্তী এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন চীনের কুনমিং মেডিক্যাল ইউনিভার্সিটির প্রেসিডেন্ট প্রফেসর জিয়া জুয়েশান (Prof. Xia Xueshan)। সভাপতিত্ব করেন বিএমইউ এর মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর অধ্যাপক ডা. মোঃ শাহিনুল আলম। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় এর সম্মানিত প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মোঃ মুজিবুর রহমান হাওলাদার, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. নাহরীন আখতার বক্তব্য রাখেন। সঞ্চালনা করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ডা. মোঃ নজরুল ইসলাম।

গুরুত্বপূর্ণ এই অনুষ্ঠানে কুনমিং ইউনিভার্সিটি অফ সাইন্স অব টেকনোলজি এর ভাইস প্রেসিডেন্ট Mr. Pan Xuejun, ইউনান ইউনিভার্সিটি অফ চাইনিজ মেডিসিন এর ভাইস প্রেসিডেন্ট Ms. Yu Jie, কুনমিং মেডিক্যাল ইউনিভর্সিটির ডিরেক্টর Ms. Guo Haiyun, ইউনান ভোকেশনাল কলেজ অফ ফিন্যান্স এন্ড ইকোনোমিক্স এর ভাইস প্রেসিডেন্ট Ms. Shen Yuqiong, প্রমুখসহ বিএমইউ'র সম্মানিত ডিনবৃন্দ, বিভিন্ন বিভাগের চেয়ারম্যানবৃন্দ ও অফিস প্রধানগণ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি প্রফেসর জিয়া জুয়েশান চীনের কুনমিং মেডিক্যাল ইউনিভার্সিটির উচ্চতর মেডিক্যাল শিক্ষা কার্যক্রম, চীনের ট্রাডিশনাল মেডিসিন সেবাসহ বিস্তারিত তুলে ধরেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশের মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস এবং চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং এর মধ্যে সম্প্রতি যে বৈঠক হয়েছে তা দুই দেশের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতের পারস্পরিক সহযোগিতা ও উন্নয়নে বিরাট ভূমিকা রাখবে।

সভাপতির বক্তব্যে বিএমইউ এর মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর অধ্যাপক ডা. মোঃ শাহিনুল আলম বলেন, বাংলাদেশ মেডিক্যাল ইউনিভার্সিটি দেশের উচ্চতর মেডিক্যাল শিক্ষা, উন্নত চিকিৎসাসেবা প্রদান ও গবেষণায় প্রধানতম প্রতিষ্ঠান। আজকের অনুষ্ঠানের

বক্তব্য রাখছেন- মাননীয় উপাচার্য
অধ্যাপক ডা. মোঃ শাহিনুল আলম

বক্তব্য রাখছেন- চীনের কুনমিং মেডিক্যাল
ইউনিভার্সিটির প্রেসিডেন্ট প্রফেসর জিয়া জুয়েশান

বক্তব্য রাখছেন- উপ-উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন)
অধ্যাপক ডা. মোঃ মুজিবুর রহমান হাওলাদার

বক্তব্য রাখছেন- কোষাধ্যক্ষ
অধ্যাপক ডা. নাহরীন আখতার

বক্তব্য রাখছেন- রেজিস্ট্রার
অধ্যাপক ডা. মোঃ নজরুল ইসলাম

মাধ্যমে চীনের কুনমিং ইউনিভার্সিটিসহ ইউনান প্রদেশে বিদ্যমান চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, উন্নত প্রযুক্তিগত প্রতিষ্ঠান সমূহের সুযোগকে বাংলাদেশ মেডিক্যাল ইউনিভার্সিটিতে কাজে লাগানোর নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে। রোবটিক সার্জারি চালু, সফলভাবে লিভার ট্রান্সপ্ল্যান্ট ও বোনম্যারো ট্রান্সপ্ল্যান্টেশন চালুসহ বিভিন্ন জটিল জটিল চিকিৎসাসেবা কার্যক্রম চালু করা সম্ভব হবে বলে মাননীয় উপাচার্য মহোদয় আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

প্রো ভাইস চ্যান্সেলর (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মোঃ মুজিবুর রহমান হাওলাদার তাঁর বক্তব্যে বাংলাদেশ মেডিক্যাল ইউনিভার্সিটি ও কুনমিং ইউভার্সিটির মধ্যে যৌথ গবেষণা, প্রশিক্ষণ, নলেজ শেয়ারিং, টেকনোলজি ট্রান্সফার, ফ্যাকাল্টি এক্সচেঞ্জ, অবকাঠামোগত উন্নয়নের বিরাট সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে বলে উল্লেখ করেন।

কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. নাহরীন আখতার বলেন, আজকের অনুষ্ঠান বাংলাদেশ মেডিক্যাল ইউনিভার্সিটিসহ দেশের মেডিক্যাল শিক্ষা ও সামগ্রিক স্বাস্থ্যখাতের জন্য নতুন এক মাইলস্টোনের শুভ সূচনা করেছে। চীন বাংলাদেশের স্বাস্থ্যখাতের উন্নয়নে ১৩৮ দশমিক ২০ মিলিয়ন ইউএস ডলার বরাদ্দ দিবে। যা বাংলাদেশের স্বাস্থ্যসেবায় চীনের সহযোগিতার নতুন দুয়ার খুলে দিয়েছে বলেও উল্লেখ করেন সম্মানিত কোষাধ্যক্ষ।

এদিকে ২০ এপ্রিল ২০২৫ইং তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে চীনের কুনমিং মেডিক্যাল ইউনিভার্সিটির সাথে বাংলাদেশ মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় (বিএমইউ), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সহ বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) স্বাক্ষর হয়। সেখানে বাংলাদেশে নিযুক্ত চীনের মান্যবর রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন, চীনের ইউনান প্রদেশের গর্ভনর ওয়াং ইউবো, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমেদ খান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। ওই দিন "চীন-বাংলাদেশ পিপল-টু-পিপল এক্সচেঞ্জ ইয়ার: ইউনান এডুকেশন এ্যান্ড হেলথ প্রমোশন" শীর্ষক একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রদর্শনীরও আয়োজন করা হয়।

এই সমঝোতা স্মারক (MoU) হওয়ায় চীন-বাংলাদেশের মধ্যে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে নতুন অধ্যায়ের শুরু হলো। বাংলাদেশ মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় (বিএমইউ) এক্ষেত্রে বিরাট অবদান রাখতে সক্ষম হবে। যৌথ গবেষণা, শিক্ষক ও শিক্ষার্থী বিনিময়, প্রশিক্ষণ কর্মসূচি, আধুনিক চিকিৎসা প্রযুক্তি শেয়ার এবং স্কলারশিপ প্রাপ্তির সুযোগ তৈরি হবে ওই এমওইউ এর মাধ্যমে। ওই উদ্যোগ বাংলাদেশে স্বাস্থ্যখাতের উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখবে। বিশেষ করে জনস্বাস্থ্য, সংক্রামক রোগ এবং চিকিৎসা প্রশিক্ষণ বিষয়ে চীনের অগ্রগতি বাংলাদেশকে কার্যকরভাবে সহায়তা করতে পারবে। রোগ পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ, রোগ প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম, জনস্বাস্থ্য বিষয়ক গবেষণা ও নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন, স্বাস্থ্য নিরাপত্তা, টেকনিক্যাল ট্রেনিং, যৌথ গবেষণা কার্যক্রমে ভূমিকা রাখবে। চীনের ইউনান প্রদেশের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাত বাংলাদেশের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগের মাধ্যমে পারস্পরিক উন্নয়ন ও বোঝাপড়া গড়ে তোলায় বিশেষ ভূমিকা রাখবে ওই এমওইউ।

ইভিডেন্স বেইসড মেডিসিন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালার সনদ বিতরণ, বিএমইউতে গুণগতমান বৃদ্ধির লক্ষ্যে মেডিক্যাল অডিটের যাত্রা শুরু

বাংলাদেশ মেডিক্যাল ইউনিভার্সিটিতে (বিএমইউ) তিন দিনব্যাপী ইভিডেন্স বেইসড মেডিসিন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা (Training Workshop on Evidence Based Medicine) গত বৃহস্পতিবার ১৭ এপ্রিল ২০২৫ইং তারিখে সমাপ্ত হয়েছে। সমাপনী দিনে বিএমইউ সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতালের কনফারেন্স রুমে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর অধ্যাপক ডা. মোঃ শাহিনুল আলম, প্রশিক্ষণার্থী বিশেষজ্ঞ শিক্ষক, চিকিৎসকদের মাঝে সনদ বিতরণ করেন। কর্মশালার তৃতীয় দিনে রিসোর্স পার্সন হিসেবে মূল বক্তব্য রাখেন ও প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন যুক্তরাষ্ট্রের ডেল মেডিক্যাল স্কুল এট ইউনিভার্সিটি অব টেক্সাস, অস্টিন এর প্রফেসর রুমি আহমেদ খান, এমডি, এফসিসিপি। তার উপস্থাপিত প্রবন্ধের মূল বিষয় ছিল "এন ইন্টারঅ্যাক্টিভ ডিসকাশন অফ ক্লিনিক্যাল অডিট (An Interactive Discussion of Clinical Audit)"। প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর অধ্যাপক ডা. মোঃ শাহিনুল আলম মেডিক্যাল অডিট এবং ইভিডেন্স বেইসড মেডিসিন (ইবিএম) বা প্রমাণভিত্তিক চিকিৎসাবিদ্যা গুরুত্ব তুলে ধরেন। মাননীয় ভাইস চ্যান্সেলর বলেন, বাংলাদেশ মেডিক্যাল ইউনিভার্সিটি (বিএমইউ)-কে গণআকাঙ্খার বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করতে হবে। চিকিৎসাসেবার গুণগতমান বৃদ্ধিসহ স্বাস্থ্যসেবার মানোন্নয়নের মেডিক্যাল অডিটের বিরাট ভূমিকা রয়েছে। দেশের উচ্চতর চিকিৎসাসেবা প্রদান ও উন্নতমানের চিকিৎসাসেবা প্রদানের প্রধানতম প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ মেডিক্যাল ইউনিভার্সিটি (বিএমইউ)। তাই বিএমইউ-কেই আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন মেডিক্যাল শিক্ষা ও গবেষণা, উন্নতমানের চিকিৎসাসেবা প্রদানে নেতৃত্ব দিতে হবে। এখান থেকেই যাত্রা শুরু করতে হবে ইভিডেন্স বেইসড মেডিসিন, চিকিৎসাসেবার জন্য প্রয়োজনীয় গাইডলাইন তৈরি ইত্যাদির। আজ থেকে যাত্রা শুরু হলো গুণগতমান বৃদ্ধির লক্ষ্যে মেডিক্যাল অডিটের। কর্মশালায় জানানো হয়, মেডিক্যাল অডিট (Medical Audit) হলো চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে প্রদত্ত চিকিৎসাসেবার মান, কার্যকারিতা এবং নিরাপত্তা মূল্যায়নের এমন একটি প্রক্রিয়া যা স্বাস্থ্যসেবার মানোন্নয়নের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ক্লিনিক্যাল অডিট (রোগীর চিকিৎসা সংক্রান্ত), ইনফেকশন কন্ট্রোল অডিট, মৃত্যু অডিট, ড্রাগ অডিট (ওষুধ ব্যবহারের পর্যালোচনা) ইত্যাদি মেডিক্যাল অডিটের অন্তর্ভুক্ত ।

বিএমইউ এর ইনস্টিটিউশনাল কোয়ালিটি এ্যাসুরেন্স সেল (আইকিউএসি) এর উদ্যোগে আয়োজিত এই কর্মশালায় বাংলাদেশ মেডিক্যাল ইউনিভার্সিটির অবস এন্ড গাইনী বিভাগ, জেনারেল সার্জারি বিভাগ, শিশু বিভাগ এবং ইন্টারন্যাল মেডিসিন বিভাগের বিভাগীয় আইকিউএসি এর ২০ জন শিক্ষক, চিকিৎসক অংশ নেন। আইকিউএসি এর পরিচালক অধ্যাপক ডা. নুরুন নাহার খানম এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কর্মশালাটি সঞ্চালনা করেন আইকিউএসি এর অতিরিক্ত পরিচালক সহযোগী অধ্যাপক ডা. তারেক রেজা আলী। উল্লেখ্য, কর্মশালার প্রথম দিনে রিসোর্স পার্সন হিসেবে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ফিজিক্যাল মেডিসিন এ্যান্ড রিহ্যাবিলিটেশন বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. মোঃ আব্দুস শাকুর এবং দ্বিতীয় দিনে রিসোর্স পার্সন হিসেবে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বিএমইউ জার্নাল এর নির্বাহী এডিটর অধ্যাপক ডা. এম. মোস্তফা জামান।

বাংলাদেশ সোসাইটি অফ রেডিওলজি এন্ড ইমেজিং (বিএসআরআই) এর উদ্যোগে “From the Cath lab to the Mammo suite: Empowering Safer, Smarter Patient care” শীর্ষক সিএমই প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ মেডিক্যাল ইউনিভার্সিটির শহীদ ডা. মিল্টন হলে গত সোমবার ২১ এপ্রিল ২০২৫ইং তারিখে বাংলাদেশ সোসাইটি অফ রেডিওলজি এন্ড ইমেজিং (বিএসআরআই) এর উদ্যোগে “From the Cath lab to the Mammo suite: Empowering Safer, Smarter Patient care” শীর্ষক সিএমই প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ মেডিক্যাল ইউনিভার্সিটির মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর অধ্যাপক ডা. মোঃ শাহিনুল আলম। উক্ত সিএমইতে বিএমইউ'র সম্মানিত রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ডা. মোঃ নজরুল ইসলাম, অধ্যাপক ডা. শারমিন আক্তার রূপা, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল প্রফেসর সৈয়দ জহিরুল আলম, লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোহাম্মদ মামুন অর রশিদ প্রমুখ মূল্যবান বক্তব্য রাখেন। উক্ত সিএমই প্রোগ্রামে বাংলাদেশ সোসাইটি অফ রেডিওলজি এন্ড ইমেজিং এর সদস্যবৃন্দসহ দেশের বিভিন্ন মেডিক্যাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের রেডিওলজি এন্ড ইমেজিং বিভাগের সম্মানিত শিক্ষক, চিকিৎসক ও ছাত্রছাত্রীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সোমবার ২১ এপ্রিল ২০২৫ইং তারিখে বাংলাদেশ মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতালে বিদ্যমান ওয়েস্ট ডিসপোজাল মেশিন সমূহ পূর্ণ মাত্রায় চালুর লক্ষ্যে বিএমইউ'র মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শাহিনুল আলম পরিদর্শন করেন। উক্ত ওয়েস্ট ডিসপোজাল মেশিনে প্রতিদিন ৮০০ (আট শত) কেজি মেডিক্যাল ওয়েস্ট ভাঙ্গানো সম্ভব। মাননীয় উপাচার্য পরিদর্শন কালে ওয়েস্ট ডিসপোজাল মেশিনের বর্জ্য ভাঙ্গানোর কার্যক্রম সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করেন এবং সংশিষ্ট বিষয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন। এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ডা. মোঃ নজরুল ইসলাম, পরিচালক (হাসপাতাল) ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আবু নোমান মোহাম্মদ মোছলেহ উদ্দীন, অতিরিক্ত পরিচালক (হাসপাতাল) ডা. হাসনাত আহসান সুমন, উপ-পরিচালকগণ, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণসহ উপস্থিত ছিলেন।

বিএমইউতে বিশ্ব হিমোফিলিয়া দিবস ২০২৫ উদযাপিত

> হিমোফিলিয়া সেন্টারকে কম্প্রিহেনসিভ কেয়ার সেন্টারে উন্নীত করা হবে।
>
> - অধ্যাপক ডা. মোঃ শাহিনুল আলম
> মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর, বিএমইউ

বাংলাদেশ মেডিক্যাল ইউনিভার্সিটিতে (বিএমইউ) র‌্যালিসহ নানা আয়োজনে বিশ্ব হিমোফিলিয়া দিবস ২০২৫ উদযাপিত হয়েছে। হেমাটোলজি সোসাইটি অফ বাংলাদেশ ও হিমোফিলিয়া সোসাইটি অফ বাংলাদেশ এর যৌথ উদ্যোগে দিবসের উদযাপন শুরু হয় মনোজ্ঞ র‌্যালির মাধ্যমে।

সকালে বিএমইউ'র প্রাঙ্গণে বেলুন উড়িয়ে র‌্যালির শুভ উদ্বোধন করেন বিএমইউ'র মাননীয় ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক ডা. মোঃ শাহিনুল আলম। র‌্যালিটি বটতলা থেকে বের হয়ে ডি ব্লকে গিয়ে সংক্ষিপ্ত সমাবেশের মাধ্যমে শেষ হয়। সংক্ষিপ্ত সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে অধ্যাপক ডা. মোঃ শাহিনুল আলম বলেন, হিমোফিলিয়া দিবস পালনের মূল উদ্দেশ্য হল গণসচেতনা বৃদ্ধি করা। রক্তক্ষরণ রোগ হিমোফিলিয়া নিয়ে সমাজে যে কুসংস্কার আছে তা দূর করতে হবে। হিমোফিলিয়া রোগীদের চিকিৎসাসেবা যাতে সহলভ্য করা যায় তা নিশ্চিত করতে হবে। ওষুধ প্রাপ্তিকে সহজলভ্য করতে হবে। বাংলাদেশ মেডিক্যাল ইউনিভার্সিটিতে যে হিমোফিলিয়া সেন্টার রয়েছে সেখানে মাল্টিডিসিপ্লিনারি এপ্রোচকে কাজে লাগিয়ে কম্প্রিহেনসিভ কেয়ার সেন্টারে উন্নীত করা হবে। সর্বোপরি হিমোফিলিয়া রোগীদের যথাযথ চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গবেষণার মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞানকে কাজে লাগাতে হবে।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে প্রো ভাইস চ্যান্সেলর (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মোঃ মুজিবুর রহমান হাওলাদার বলেন, হিমোফিলিয়া রোগ প্রতিরোধ ও রোগ নির্ণয়ে গুরুত্ব দিতে হবে। মাড়ি থেকে রক্ত পড়া সমস্যা নিয়ে অনেক রোগী ডেন্টাল অনুষদের বিভিন্ন বিভাগে আসেন কিন্তু তারা জানেন না যে তাদের হিমোফিলিয়া রোগ রয়েছে। তাই এই বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. নাহরীন আখতার বলেন, রক্তক্ষরণজনিত রোগ হিমোফিলিয়া শুধু পুরুষ নয় মহিলাদেরও হতে পারে। তাই এ বিষয়ে আরো সচেতন হতে হবে। রক্তের প্লাজমাসহ যেসকল রক্তের ফ্যাক্টর হিমোফিলিয়া চিকিৎসায় প্রয়োজন হয় তা নিশ্চিত করা গেলে এই রোগে মৃত্যু হার হ্রাস পাবে।

হেমাটোলজি সোসাইটি অফ বাংলাদেশ এর সাধারণ সম্পাদক ডা. মোঃ আদনান হাসান মাসুদ এর পরিচালনায় সংক্ষিপ্ত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন উক্ত সোসাইটির সভাপতি অধ্যাপক ডা. আমিন লুৎফুল কবীর,

বিএমইউ'র হেমাটোলজি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. মোঃ রফিকুজ্জামান খান, হিমোফিলিয়া সোসাইটি অফ বাংলাদেশ এর সভাপতি নাজমুল আলম, সাধারণ সম্পাদক আবু সাঈদ আরিফ প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

বক্তারা হিমোফিলিয়া তথা সকল রক্তক্ষরণজনিত রোগের বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধি, দ্রুত ও সঠিক রোগ নির্ণয় এবং যথাযথ চিকিৎসার উপরে গুরুত্বারোপ করেন। বক্তারা হিমোফিলিয়া সোসাইটির চিহ্নিত ৪ হাজার রোগী বাংলাদেশে রয়েছে উল্লেখ করে বলেন, সরকারী পর্যায়ে হিমোফিলিয়া রোগী চিহ্নিত করার উদ্যোগ নিলে প্রকৃতপক্ষে এই সংখ্যা ৫ থেকে ৬ গুণ বেশি হবে। বক্তারা হিমোফিলিয়া রোগে চিকিৎসার জন্য বিএমইউতে শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধি, হিমোফিলিয়া চিকিৎসার জন্য রক্তের ফ্যাক্টর ৮, ফ্যাক্টর ৯, রক্তের প্লাজমার অপ্রতুলতা দূরীকরণে সরকারের সহযোগিতা নিশ্চিত করা, এই রোগের চিকিৎসায় হেমাটোলজি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক, ডেন্টাল বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক, ফিজিক্যাল মেডিসিন এন্ড রিহ্যাবিলিটেশন বিশেষজ্ঞগণসহ মনোরোগ বিদ্যা বিভাগের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণের সমন্বিত চিকিৎসাসেবা বাস্তবায়নের দাবি জানান।

এদিকে দিবসটির উপলক্ষে একই দিন সকাল সাড়ে দশটায় হেমাটোলজি অব বাংলাদেশ, রোচ বাংলাদেশ লিমিটেড এর সহযোগিতায় ঢাকা ক্লাবে একটি গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করে।

বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মাননীয় মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. মোঃ আবু জাফর, ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তরের পরিচালক ডা. মোঃ আক্তার হোসেন, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পরিচালক (এমআইএস) অধ্যাপক ডা. শাহ আলী আকবর আশরাফী, পরিচালক (হাসপাতাল) ডা. আবু হোসেন মোহাম্মদ মইনুল আহসান, স্বাস্থ্য সেবা ব্যবস্থাপনার লাইন ডিরেক্টর ডা. মোঃ জয়নাল আবেদীন টিটো এবং অসংক্রামকব্যাধি নিয়ন্ত্রণ এর লাইন ডিরেক্টর ডা. সৈয়দ জাকির হোসেন।

গোলটেবিল বৈঠকে রোগীদের জন্য একটা কেন্দ্রীয় রেজিস্ট্রি প্রণয়ন, হিমোফিলিয়া গাইড লাইন চূড়ান্তকরণ এবং রোগীদের চিকিৎসার জন্য স্বল্পমূল্যে জরুরি ওষুধ সমূহের সরবরাহ নিশ্চিত করা ইত্যাদি বিষয়ে বাস্তবমুখী এবং স্বতঃস্ফূর্ত আলোচনা হয়। দুপুর ১টার দিকে হেমাটোলজি সোসাইটি অব বাংলাদেশ বিশ্ব হিমোফিলিয়া দিবস ২০২৫ উপলক্ষে ঢাকা ক্লাবেই একটি বৈজ্ঞানিক অধিবেশনের আয়োজন করে। উক্ত অধিবেশনে অতিথি হিসেবে ছিলেন সিনিয়র হেমাটোলজিস্ট অধ্যাপক ডা. এবিএম ইউনূস এবং অধ্যাপক সালমা আফরোজ। বৈজ্ঞানিক অধিবেশনটিতে হিমোফিলিয়া রোগীদের জন্য সর্বোত্তম চিকিৎসা, হিমোফিলিয়া রোগীদের শল্য চিকিৎসা সম্পর্কিত গাইডলাইন এবং হিমোফিলিয়া রোগীদের জীবনযাপনের গুণগতমান উন্নতকরণের উপরে তিনটি গবেষণাপত্র পাঠ করা হয় এবং এসব বিষয়ে আলোচনা হয়। অনুষ্ঠানটিতে বিশেষজ্ঞ আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফিজিক্যাল মেডিসিন এন্ড রিহ্যাবিলিটেশন বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডা. মোঃ আব্দুস শাকুর, অধ্যাপক মোঃ মনিরুজ্জামান এবং রক্তরোগ বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক অখিল রঞ্জন বিশ্বাস ও ডা. জান্নাতুল ফেরদৌস।

বাংলদেশ মেডিক্যাল ইউনিভার্সিটিতে বেটার ইমপ্লিমেন্টেশন অফ ওর‍্যাল-প্রাকটিক্যাল এ্যাসেসমেন্ট ইন আন্ডারগ্রাজুয়েট এনাটমি বিষয়ক কর্মশালা

বাংলদেশ মেডিক্যাল ইউনিভার্সিটির (বিএমইউ) শহীদ ডা. মিলন হলে গত শনিবার ১৯ এপ্রিল ২০২৫ইং তারিখে এনাটমিক্যাল সোসাইটি অব বাংলাদেশ এর উদ্যোগে “বেটার ইমপ্লিমেন্টেশন অফ ওর‍্যাল- প্রাকটিক্যাল এ্যাসেসমেন্ট ইন আন্ডারগ্রাজুয়েট এনাটমি (Better Implementation of Oral-Practical Assessment in Undergraduate Anatomy)” শীর্ষক কর্মশালার প্রধান অতিথি হিসেবে শুভ উদ্বোধন করেন অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক ডা. মোঃ শাহিনুল আলম। কর্মশালায় এনাটমি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. নাহিদ ফারহানা আমিন, অধ্যাপক ডা. খন্দকার মানজারে শামীম, এনাটমিক্যাল সোসাইটি অব বাংলাদেশ এর সভাপতি অধ্যাপক ডা. শামীম আরা, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ডা. এএইচএম মোস্তফা কামাল প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

পবিত্র ঈদুল ফিতরের ছুটির মাঝে (বিএমইউ) বহির্বিভাগে ২০০০+ রোগীর চিকিৎসাসেবা প্রদান

পবিত্র ঈদ উল ফিতরের ছুটির দিনগুলোতে বিশ্ববিদ্যালয়ের বহির্বিভাগ রোগীদের সুবিধার্থে ২৯ মার্চ শনিবার ও ২ এপ্রিল, বুধবার খোলা ছিল। শনিবার ও বুধবার সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত বহির্বিভাগে দুই সহস্রাধিক রোগীর চিকিৎসাসেবা প্রদান করেন বিএমইউ এর চিকিৎসকবৃন্দ।

আন্তর্জাতিক সম্মানজনক পুরস্কারে ভূষিত হলেন বিএমইউ'র তিন চিকিৎসক

৪০তম এশিয়া-প্যাসেফিক একাডেমিক অফ অফথালমোলজি (আপাও) এর কংগ্রেস-এ বেস্ট সাইন্টিফিক পেপার এ্যাওয়ার্ড, ডিসটিংগুইসড সার্ভিস এ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন বাংলাদেশ মেডিক্যাল ইউনিভার্সিটির (বিএমইউ) চক্ষু বিজ্ঞান বিভাগের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক, শিক্ষক, রেসিডেন্ট। ভারতের নয়া দিল্লীতে ৩ থেকে ৬ এপ্রিল এই কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত কংগ্রেসে বেস্ট সাইন্টিফিক পেপার এ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন বিএমইউ এর চক্ষু বিজ্ঞান বিভাগের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক, শিক্ষক সহযোগী অধ্যাপক ডা. তারিক রেজা আলী, রেসিডেন্ট ডা. সালমান আহমেদ তাহের হামিদ। চক্ষু বিজ্ঞান বিভাগের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক, শিক্ষক সহযোগী অধ্যাপক ডা. শামস মোহাম্মদ নোমান পেয়েছেন ডিসটিংগুইসড সার্ভিস এ্যাওয়ার্ড এবং সাইন্টিফিক এচিভমেন্ট এ্যাওয়ার্ড। এছাড়াও ডা. শামস মোহাম্মদ নোমান উক্ত কংগ্রেস এ গ্লকোমা বিষয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও উপস্থাপন করেন। ৫ এপ্রিল এশিয়া-প্যাসেফিক একাডেমিক অফ অফথালমোলজি এবং অল ইন্ডিয়া অফথালমোলজিক্যাল সোসাইটির পক্ষ থেকে তাদের হাতে এই এ্যাওয়ার্ড (সম্মাননাপত্র) তুলে দেয়া হয়।

বিএমইউ'র সহযোগী অধ্যাপক ডা. তারিক রেজা আলীর সাইন্টিফিক পেপারের বিষয় ছিল ইভালুয়েশন অফ রেনাল ফাকশন অফটার ইন্ট্রাভাইট্রিয়াল ইনজেকশন অফ বেভ্যাকসিজুম্যাব ইন পেশেন্টস উয়িথ অর উয়িথআউট ডায়াবেটিক কিডনী ডিজেস।

রেসিডেন্ট ডা. সালমান আহমেদ তাহের হামিদ এর সাইন্টিফিক পেপারের বিষয় ছিল এপিডেমাইলোজি অফ অকুপেশনাল এন্ড অকুপেশনাল আই ইনজুরিস: কেস ট্রিয়েটেড ইন ফোর আই হসপিটালস ইন বাংলাদেশ।

রেসিডেন্ট ডা. সালমান আহমেদ তাহের হামিদ উপস্থাপিত বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধে চোখের আঘাতের মহামারীতাত্ত্বিক ধরণ বিশ্লেষণ করা, ঝুঁকির কারণ ও কারণসমূহ চিহ্নিত করা, লক্ষ্যভিত্তিক প্রতিরোধমূলক কৌশল এবং উন্নত চক্ষু-স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের জন্য প্রমাণ সরবরাহ করা ইত্যাদি তুলে ধরা হয়।

এদিকে রোববার (১৩ এপ্রিল) সকালে বাংলাদেশ মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বিএমইউ) ভাইস-চ্যান্সেলর অধ্যাপক ডা. মো. শাহিনুল আলম তাঁর কার্যালয়ে এশিয়া-প্যাসেফিক একাডেমিক অফ অফথালমোলজি (আপাও) এর বেস্ট সাইন্টিফিক পেপার এ্যাওয়াড অর্জনের জন্য রেসিডেন্ট ডা. সালমান আহমেদ তাহের হামিদকে অভিনন্দন জানান। এ সময় ভাইস-চ্যান্সেলর উন্নত বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশ মেডিকেল ইউনিভার্সিটিকে উচ্চতর মেডিক্যাল শিক্ষা ও গবেষণায় আরো এগিয়ে নিতে বিএমইউ এর শিক্ষক, চিকিৎসক ও রেসিডেন্ট ছাত্রছাত্রীদের প্রতি আহ্বান জানান।

এ সময় বিএমইউ এর প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. মো. আবুল কালাম আজাদ, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মো. মুজিবুর রহমান হাওলাদার, মেডিসিন অনুষদের ডীন অধ্যাপক ডা. মো. শামীম আহমেদ, প্রক্টর সহযোগী অধ্যাপক ডা. শেখ ফরহাদ, ভাইস-চ্যান্সেলর মহোদয়ের একান্ত সচিব-১ ডা. মোঃ রুহুল কুদ্দুস বিপ্লব, একান্ত সচিব-২ উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মো. লুৎফর রহমান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

বিএমইউ'র উদ্যোগে ফিলিস্তিনের জনগণের উপর ইসরাইলের বর্বর হামলা ও গণহত্যার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল ও গায়েবানা জানাজা অনুষ্ঠিত

ইসরাইল ফিলিস্তিনে নির্বিচারে গণহত্যা করছে। আমাদেরকে এই হামলার নিন্দা ও প্রতিবাদ জানানোর সাথে সাথে শোককে শক্তিতে পরিণত করতে হবে।

- মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর অধ্যাপক ডা. মোঃ শাহিনুল আলম

বাংলাদেশ মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বিএমইউ) উদ্যোগে ফিলিস্তিনের সাধারণ জনগণের উপর ইতিহাসের নিষ্ঠুরতম অমানবিক, ঘৃণ্য হামলা ও গণহত্যার প্রতিবাদে বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে গত মঙ্গলবার ৮ এপ্রিল ২০২৫ইং তারিখ বাদ জোহর গায়েবানা জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া এই জঘণ্য ও হিংস্র হামলার প্রতিবাদে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উদ্যোগে "মার্চ ফর গাজা" নামে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের হয় ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

গায়েবানা জানাজা পূর্বে মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর অধ্যাপক ডা. মোঃ শাহিনুল আলম বলেন, এখনো গাজাসহ ফিলিস্তিনের সাধারণ মানুষের উপর ইসরাইলের বর্বর হামলা অব্যাহত রয়েছে। নারী, শিশু, বৃদ্ধ কেউই তাদের হামলা থেকে রেহাই পাচ্ছে না। ইসরাইল ফিলিস্তিনে নির্বিচারে গণহত্যা করছে। আমাদেরকে এই হামলার নিন্দা ও প্রতিবাদ জানানোর সাথে সাথে শোককে শক্তিতে পরিণত করতে হবে। প্রতিবাদকে কর্মসূচীতে পরিণত করতে হবে। সর্বোপরি এই যুদ্ধে জয়ী হতে হবে। স্বাধীন সার্বভৌম ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এছাড়াও এখানে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন সম্মানিত প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. মোঃ আবুল কালাম আজাদ, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মোঃ মুজিবুর রহমান হাওলাদার।

গায়েবানা নামাজে জানাজায় বিএমইউ'র মেডিসিন অনুষদের ডীন অধ্যাপক ডা. মোঃ শামীম আহমেদ, রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ডা. মোঃ নজরুল ইসলাম, প্রক্টর সহযোগী অধ্যাপক ডা. শেখ ফরহাদ, পরিচালক (হাসপাতাল) ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আবু নোমান মোহাম্মদ মোছলেহ উদ্দিন, চীফ এস্টেট অফিসার ডা. এহতেশামুল হক তুহিন, অতিরিক্ত রেজিস্ট্রার-১ ডা. মোঃ দেলোয়ার হোসেন টিটো, অতিরিক্ত পরিচালক (সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতাল) ডা. মোঃ শাহিদুল হাসান, অতিরিক্ত পরিচালক (অর্থ ও হিসাব) নাছির উদ্দিন ভূঞাঁ, অতিরিক্ত পরিচালক (অডিট) খন্দকার শফিকুল হাসান, এনডিএফ এর বিএমইউ শাখার সভাপতি সহকারী

অধ্যাপক ডা. মোঃ আতিয়ার রহমান, বিএমইউ এর সহকারী প্রক্টর ডা. মোঃ শাহরিয়ার শামস লস্কর, মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর মহোদয়ের একান্ত সচিব-১ ডা. মোঃ রুহুল কুদ্দুস বিপ্লব, মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর মহোদয়ের একান্ত সচিব-২ মোঃ লুৎফর রহমান, সম্মানিত প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (গবেষণা ও উন্নয়ন) মহোদয়ের একান্ত সচিব মোহাম্মদ আনিছ উর রহমান, উপ-রেজিস্ট্রার ইয়াহিয়া খান প্রমুখসহ বিএমইউ'র সম্মানিত শিক্ষক, চিকিৎসক, রেসিডেন্ট, কর্মকর্তা, ব্রাদার, মেডিক্যাল টেকনোলজিস্টসহ কর্মচারীবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া "মার্চ ফর গাজা" কর্মসূচীতে বিএমইউ'র কর্মকর্তা ডা. মোঃ দেলোয়ার হোসেন টিটো, কামরুন নাহার, সাবিনা ইয়াসমীন প্রমুখসহ সর্বস্তরের কর্মকর্তা কর্মচারীরা অংশ নেন।

বিএমইউতে ইউনিভার্সিটি র‌্যাঙ্কিং বিষয়ক সভা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ মেডিক্যাল ইউনিভার্সিটির র‌্যাঙ্কিং বিষয়ক সভা বুধবার ১৬ এপ্রিল ২০২৫ইং তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় সভাপতিত্ব করেন ইউনিভার্সিটি র‌্যাঙ্কিং কমিটি ২০২৫ এর সভাপতি মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর অধ্যাপক ডা. মোঃ শাহিনুল আলম। সভায় বিএমইউ'র প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মোঃ মুজিবুর রহমান হাওলাদার, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. নাহরীন আখতার, রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ডা. মোঃ নজরুল ইসলাম, মেডিসিন অনুষদের ডিন অধ্যাপক ডা. শামীম আহমেদ, সার্জারি অনুষদের ডিন অধ্যাপক ডা. মোঃ রুহুল আমীন, বেসিক সাইন্স ও প্যারাক্লিনিক্যাল সাইন্স অনুষদের ডিন অধ্যাপক ডা. সাইফ উল্লাহ মুন্সী, প্রিভেনটিভ এন্ড স্যোসাল মেডিসিন অনুষদের ডিন অধ্যাপক ডা. মোঃ আতিকুল হক, শিশু অনুষদের ডিন অধ্যাপক ডা. মোঃ আতিয়ার রহমান, সহযোগী অধ্যাপক ডা. ফজলে রাব্বী চৌধুরী, সহকারী অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ সোয়েব মোমেন মজুমদার, সহকারী অধ্যাপক ডা. মোঃ ফারুক ইসতিয়াক প্রমুখ ছাড়াও বিভিন্ন বিভাগের চেয়ারম্যানবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সভায় র‌্যাঙ্কিং বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ উপস্থাপনা করেন ইউনিভার্সিটি র‌্যাঙ্কিং কমিটির সদস্য সচিব সহযোগী অধ্যাপক ডা. ফারিহা হাসিন।

সভায় নিউন্যাটোলজি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. মোঃ আব্দুল মান্নান, চক্ষু বিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. সৈয়দ আব্দুল ওয়াদুদ, অ্যানেসথেসিওলজি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. মোস্তফা কামাল, ফিজিওলজি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. তাসকিনা আলী, হেপাটোবিলিয়ারি, প্যানক্রিয়াটিক এন্ড লিভার ট্রান্সপ্ল্যান্ট এর চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. বিধান চন্দ্র দাস, আই সিটি হেড অধ্যাপক ডা. এ কে এম আখতারুজ্জামান প্রমুখ তাদের মতামত ও গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশনা প্রদান করেন।

সভায় আন্ডারস্ট্যান্ডিং র‌্যাঙ্কিং সিস্টেমস, প্রোপোজ স্ট্র্যাটেজিক ডিরেকশনস, স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর (এসওপি) নিয়ে আলোচনা হয়। এই সভার মাধ্যমে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় র‌্যাঙ্কিংয়ে অবস্থান উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি কৌশলগত প্রতিষ্ঠানিক অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করা হয়। সভায় মূল আলোচনা বিষয়বস্তু ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের কৌশলগত অগ্রাধিকারকে বৈশ্বিক র‌্যাঙ্কিংয়ের মানদন্ডের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা, গবেষণা আউটপুট এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি, শিক্ষক বিকাশে বিনিয়োগ এবং সঠিক তথ্য প্রদানের জন্য তথ্য ব্যবস্থা উন্নয়ন ও কার্যকর পারফরম্যান্স পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত করা। কমিটি একটি তথ্যনির্ভর, সমগ্র প্রতিষ্ঠানভিত্তিক পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করে যা একাডেমিক, গবেষণা এবং প্রশাসনিক কার্যক্রমকে একত্রিত করে র‌্যাঙ্কিং উৎকর্ষ অর্জনের পথে এগিয়ে নিতে সাহায্য করবে।

সভায় মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর অধ্যাপক ডা. মোঃ শাহিনুল আলম ইউনিভার্সিটির র‌্যাঙ্কিং উন্নীতকরণের লক্ষ্যে দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, ইউনিভার্সিটির র‌্যাঙ্কিং এর সাথে অনেকগুলো বিষয় সম্পৃক্ত। জার্নাল ক্লাব ও ডিজিটাল লাইব্রেরির আধুনিকায়ন, আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সমঝোতা বৃদ্ধি, উন্নতমানের গবেষণা নিশ্চিত করা জরুরি। প্রকৃতপক্ষে, গবেষণা হল সত্যের সাক্ষ্য। গবেষণার মাধ্যমেই হাজার হাজার, লাখ লাখ মানুষের রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব। তাই উন্নতমানের গবেষণায় শিক্ষক, রেসিডেন্ট সকলকেই উৎসাহের সাথে এগিয়ে আসতে হবে। যা ইউনিভার্সিটির র‌্যাঙ্কিং উন্নীতকরণে বিরাট ভূমিকা রাখবে।

অধ্যাপক ডা. মোঃ শাহিনুল আলম বৈশ্বিক র‌্যাঙ্কিংয়ের ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব, প্রাতিষ্ঠানিক সুনাম, একাডেমিক বিশ্বাসযোগ্যতা এবং আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতামূলক অবস্থানের উপর গুরুত্বারোপ করেন।

এছাড়াও মাননীয় ভাইস চ্যান্সেলর তার দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরে বলেন যে, এখনই উপযুক্ত সময় বিএমইউ-কে র‌্যাংকিং প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত করার, যা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিকাশ, অগ্রগতি ও বৈশ্বিক গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মোঃ মুজিবুর রহমান হাওলাদার বলেন, র‍্যাঙ্কিং এর সাথে উন্নতমানের গবেষণা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। আবার উন্নতমানের গবেষণা নিশ্চিত করতে গবেষণার ফান্ড বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। আন্তজার্তিক মানসম্পন্ন গবেষণার জন্য যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হয় তা নিশ্চিত করাও জরুরি।

পাবলিক হেলথ ও ইনফরমেটিকস বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক এবং র‍্যাঙ্কিং কমিটির সদস্য সচিব ডা. ফারিহা হাসিন বৈশ্বিকভাবে স্বীকৃত র‍্যাঙ্কিং ফ্রেমওয়ার্ক যেমন টাইমস হায়ার এডুকেশন (THE) এবং কিউএস (QS) এবং এআরডব্লিউ (ARW) এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবিষ্যৎ সম্ভবনা এবং র‍্যাংকিং পদ্ধতি নিয়ে একটি বিস্তারিত তুলনামূলক বিশ্লেষণ উপস্থান করেন।

সভায় অংশগ্রহণকারীরা আলোচনা করেন কিভাবে বিশ্ববিদ্যালয় র‍্যাঙ্কিং গুণগত শিক্ষা, গবেষণা এবং উদ্ভাবনের উন্নতি সাধনে সহায়ক হিসেবে কাজ করতে পারে এবং একই সঙ্গে উচ্চমানের শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও কৌশলগত অংশীদারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সাহায়তা করে। সভায় সবার মধ্যে একটি অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি গঠিত হয় যে, বিএমইউ'র অবস্থান উন্নয়নের জন্য দীর্ঘমেয়াদী প্রতিষ্ঠানিক প্রতিশ্রুতি, কৌশলগত পরিকল্পনা এবং পরিমাপক ফলাফলের ভিত্তিতে ধারাবহিক উন্নয়নের সংস্কৃতি গড়ে তোলাই হবে সাফল্যের চাবিকাঠি।

উল্লেখ্য, বিশ্ববিদ্যালয়ের র‍্যাঙ্কিং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উভয় স্তরেই একটি প্রতিষ্ঠানের ধারণা এবং সুনামকে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত করে। র‍্যাঙ্কিং একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ-স্তরের শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকমন্ডলীর মনোযোগ আকর্ষণ, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা নিশ্চিকরণ এবং গবেষণার জন্য তহবিল সংগ্রহের ক্ষমতাকে প্রভাবিত করে। র‍্যাঙ্কিং প্রাতিষ্ঠানিক কর্মক্ষমতা মূল্যায়ন এবং নীতিগত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য একটি মানদন্ড হিসাবেও কাজ করে। বিশ্বব্যাপী শিক্ষায় ক্রমবর্ধমান প্রতিযোগিতার পরিপ্রেক্ষিতে, প্রতিযোগিতা-মূলক এবং প্রাসঙ্গিক থাকার জন্য এই বিশ্ববিদ্যালয়কে র‍্যাঙ্কিং মানদন্ডের সাথে অগ্রসর হতে হবে বলে বক্তারা মতামত প্রকাশ করেন।

বিএমইউতে এভিডেন্স বেইসড মেডিসিন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা

গাইডলাইন ফলো করে চিকিৎসাসেবা দেয়া হলে রোগীরা উন্নতমানের চিকিৎসাসেবা পাবেন। চিকিৎসক ভিন্ন হলেও রোগীরা তাদের যথাযথ চিকিৎসা পাবেন।

- মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর অধ্যাপক ডা. মোঃ শাহিনুল আলম

বাংলাদেশ মেডিক্যাল ইউনিভার্সিটিতে (বিএমইউ) অনুষ্ঠিত হয়েছে তিন দিনব্যাপী এভিডেন্স বেইসড মেডিসিন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা (Training Workshop on Evidence Based Medicine)। গত মঙ্গলবার ১৫ এপ্রিল ২০২৫ইং তারিখে বিএমইউ সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতালের কনফারেন্স রুমে প্রধান অতিথি হিসেবে কর্মশালার শুভ উদ্বোধন করেন মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর অধ্যাপক ডা. মোঃ শাহিনুল আলম। প্রথম দিনে রিসোর্স পার্সন হিসেবে মূল বক্তব্য রাখেন ফিজিক্যাল মেডিসিন এ্যান্ড রিহ্যাবিলিটেশন বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. মোঃ আব্দুস শাকুর।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর অধ্যাপক ডা. মোঃ শাহিনুল আলম এভিডেন্স বেইসড মেডিসিনকে সময়ের দাবি উল্লেখ করে বলেন, চিকিৎসা পেশায় এভিডেন্স বেইসড ট্রিটমেন্ট বা প্রমাণভিত্তিক চিকিৎসাবিদ্যা বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এভিডেন্স বেইসড চিকিৎসাবিদ্যা বাস্তবায়ন করা গেলে রোগীরা উপকৃত হবেন। গাইডলাইন ফলো করে চিকিৎসাসেবা দেয়া হলে রোগীরা উন্নতমানের চিকিৎসাসেবা পাবেন। চিকিৎসক ভিন্ন হলেও রোগীরা তাদের যথাযথ চিকিৎসা পাবেন।

ইনস্টিটিউশনাল কোয়ালিটি এ্যাসুরেন্স সেল (আইকিউএসি) এর উদ্যোগে আয়োজিত কর্মশালায় বাংলাদেশ মেডিক্যাল ইউনিভার্সিটির অবস এন্ড গাইনী বিভাগ, জেনারেল সার্জারি বিভাগ, শিশু বিভাগ এবং ইন্টারন্যাল মেডিসিন বিভাগের বিভাগীয় আইকিউএসি এর ২০ জন শিক্ষক, চিকিৎসক অংশ নিয়েছেন। আইকিউএসি এর পরিচালক অধ্যাপক ডা. নুরুন নাহার খানম এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কর্মশালাটি যৌথভাবে সঞ্চালনা করেন আইকিউএসি এর অতিরিক্ত পরিচালক ডা. দীন-ই-মুজাহিদ মোহাম্মদ ফারুক ওসমানী এবং ডা. তারেক রেজা আলী। উল্লেখ্য, কর্মশালার দ্বিতীয় দিনে রিসোর্স পার্সন হিসেবে মূল বক্তব্য রাখেন বিমইউ জার্নাল এর নির্বাহী এডিটর অধ্যাপক ডা. এম. মোস্তফা জামান। তৃতীয় দিনে রিসোর্স পার্সন হিসেবে মূল বক্তব্য রাখেন যুক্তরাষ্ট্রের ডেল মেডিক্যাল স্কুল এট ইউনিভার্সিটি অব টেক্সাস, অস্টিন এর প্রফেসর রুমি আহমেদ খান, এমডি, এফসিসিপি।

বিএমইউ সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতালে লিভার রোগীদের আউটডোর ও ইনডোর (রোগী ভর্তি কার্যক্রম) চিকিৎসাসেবা চালু

হেপাটোলজি বহির্বিভাগ চিকিৎসাসেবার অংশ হিসেবে লিভারের রোগীদের জন্য সাপ্তাহিক ছুটি শুক্রবার এবং সরকারী ছুটির দিন ব্যতীত প্রতিদিন বিকাল ৩টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণের সেবা কার্যক্রম চালু আছে।

বাংলাদেশ মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় (বিএমইউ) এর সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতালে রয়েছে হেপাটোবিলিয়ারি এন্ড প্যানক্রিয়েটিক ডিজিজ, হেপাটোলজি এন্ড লিভার ট্রান্সপ্ল্যান্ট সেন্টার, কার্ডিওভাসকুলার এন্ড স্ট্রোক সেন্টার, মাদার এন্ড চাইল্ড হেলথ কেয়ার সেন্টার, কিডনী ডিজিজ এন্ড ইউরোলজি সেন্টার এবং এক্সিডেন্ট এন্ড ইমার্জেন্সি সেন্টার। এসকল সেন্টারে রোগীদের হার্ট, কিডনী, লিভার (হেপাটোলজি), নিউরোসহ বেশকিছু বিশেষায়িত চিকিৎসাসেবা প্রদান করা হচ্ছে।

আজ তুলে ধরা হলো হেপাটোবিলিয়ারি এন্ড প্যানক্রিয়েটিক ডিজিজ, হেপাটোলজি এন্ড লিভার ট্রান্সপ্ল্যান্ট সেন্টারের লিভারের (হেপাটোলজি) বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসাসেবা এবং হেপাটোবিলিয়ারি এন্ড প্যানক্রিয়েটিক সার্জারির চিকিৎসাসেবা কার্যক্রম।

লিভার (হেপাটোলজি) সংক্রান্ত চিকিৎসাসেবা: বিএমইউ সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতালে লিভারের বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত রোগীদের জন্য চালু হয়েছে আউটডোর ও ইনডোর সেবা কার্যক্রম। ইনডোর সেবার অংশ হিসেবে এই সেন্টারে লিভারের রোগীদের ভর্তি কার্যক্রম শুরু হয়েছে। হেপাটোলজি বহির্বিভাগ চিকিৎসাসেবার অংশ হিসেবে লিভারের রোগীদের জন্য সাপ্তাহিক ছুটি শুক্রবার এবং সরকারী ছুটির দিন ব্যতীত প্রতিদিন বিকাল ৩টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণের সেবা কার্যক্রম চালু আছে। এই ধরণের রোগীদের জন্য প্রতি সপ্তাহের সোম ও বুধবার বিভিন্ন ধরণের পরীক্ষা নিরীক্ষা সেবা চালু রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে এন্ডোস্কপি, ইভিএল, শর্ট ক্লোনোস্কপি, ফুল ক্লোনোস্কপি, গ্লু ইনজেকশন, এন্ডোস্কপিক পলিপেক্টমি, এফএনএসি ফর্ম লিভার এসওএল, লিভার এবসেস, পেয়ার থেরাপি, ইআরসিপি স্টেন্ট রিমুভাল, ইআরসিপি স্টেন্টিং, ক্লোনোস্কপি পলিপেক্টমি এবং ডিউডেনস্কোপি ইত্যাদি।

হেপাটোবিলিয়ারি এন্ড প্যানক্রিয়েটিক সার্জারি চিকিৎসাসেবা: হেপাটোবিলিয়ারি এন্ড প্যানক্রিয়েটিক সার্জারির রোগীদের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণের জন্য আউটডোর সেবা এবং সার্জারির জন্য ইনডোর সেবার অংশ হিসেবে ভর্তি কার্যক্রম চালু রয়েছে। এখানে পিত্তথলীর পাথর অপারেশন থেকে শুরু করে সকল প্রকার প্যানক্রিয়েটিক সার্জারি করা হয়। এর মধ্যে রয়েছে ল্যাপারোস্কপিক সার্জারি, হুয়িপল'স প্রসিডিউর ইত্যাদি।

এই সেন্টারের হেপাটোবিলিয়ারি সার্জারি ও লিভার ট্রান্সপ্ল্যান্ট ও লিভার বিভাগ থেকে সফলভাবে লিভার ট্রান্সপ্ল্যান্ট চিকিৎসাসেবা কার্যক্রম চালু করার জোরালো উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এখানে লিভার ট্রান্সপ্ল্যান্ট পরবর্তী রোগীদের নিয়মিত স্বাস্থ্য বিষয়ক পরামর্শ সেবাও প্রদান করা হচ্ছে।

হেপাটোবিলিয়ারি এন্ড প্যানক্রিয়েটিক ডিজিজ, হেপাটোলজি এন্ড লিভার ট্রান্সপ্ল্যান্ট সেন্টারের ওপিডি চিকিৎসাসেবা: এই সেন্টারের ওপিডি বা বহির্বিভাগ চিকিৎসাসেবার মধ্যে রয়েছে লিভার (হেপাটোলজি), অফথালমোলজি, সার্জিক্যাল অনকোলজি, গ্যাস্ট্রোএন্ট্রারোলজি, কলোরেক্টাল সার্জারি, হেপাটোবিলিয়ারি সার্জারি এন্ড লিভার ট্রান্সপ্ল্যান্ট এবং প্ল্যাস্টিক সার্জারি, এন্ডোক্রাইন সার্জারিসহ জেনারেল সার্জারি। এরমধ্যে লিভার (হেপাটোলজি) রোগে আক্রান্ত রোগীরা বিকাল ৩টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে পারছেন। সার্জিক্যাল অনকোলজি, অফথাল-মোলজি, গ্যাস্ট্রো-এন্ট্রারোলজি, লিভার ট্রান্সপ্ল্যান্ট, কলোরেক্টাল সার্জারি, প্ল্যাস্টিক সার্জারি, এন্ডোক্রাইন সার্জারিসহ জেনারেল সার্জারির রোগীরা সাপ্তাহিক ছুটি শুক্রবার এবং সরকারী ছুটি দিন ব্যতীত প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত এবং বিকাল ৩টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত এই দুই শিফটে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে পারছেন।

কোডটি স্ক্যান করে বিএমইউ এর সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতালে একদিন আগে অনলাইনে সিরিয়ালের মাধ্যমে আল্ট্রাসনোগ্রাম পরীক্ষা সেবা গ্রহন করা যাবে।

বিএমইউ -এর
মাসিক নিউজলেটার
এপ্রিল ২০২৫